ইসরাইলকে গোলান মালভূমি ছাড়তে হবে: জাতিসংঘ

সারে-জমিন

অমিত শাহকে চিঠি: মোটা ভাই, ভোট নাই

রূপসী বাংলা

সামাজিক মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কারা ভুয়া তথ্য ছড়াচ্ছে

সম্পাদকীয়

নৌকায় উঠতে গিয়ে ভাগীরথী নদীতে ডুবল গাড়ি

সাধারণ

রোহিত-কোহলিকে বিশ্রাম, ওয়ানডে দল থেকে বাদ সূর্যকুমার

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১ ডিসেম্বর, ২০২৩
১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১৬ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 323 ■ Daily APONZONE ■ 1 December 2023 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

জ্ঞানবাপি রিপোর্ট জমার সময় বাড়ল আরও দশদিন

আপনজন ডেস্ক: বারাণসী জেলা আদালত বৃহস্পতিবার ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষক সংস্থাকে জ্ঞানবাপি মসজিদ কমপ্লেক্সের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য আরও ১০ দিন সময় দিয়েছে। হিন্দু পক্ষের আইনজীবী মদন মোহন যাদবেরমতে, রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত তিন সপ্তাহ সময় চেয়ে এএসআইয়ের আবেদন গ্রহণ করে জেলা জজ এ কে বিশ্বেশ বলেন, তিনি আশা করেন যে এএসআই আর সময় চাইবে না। আগামী ১১ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের দ্বারা উত্পাদিত তথ্য রে সংমিশ্রণের জন্য আরও তিন সপ্তাহ সময় প্রয়োজন বলে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য মঙ্গলবার এএসআইয়ের আবেদনের শুনানি করছিল আদালত। সপ্তদশ শতাব্দীর মসজিদটি হিন্দু মন্দিরের পূর্ব-বিদ্যমান কাঠামোর উপর নির্মিত হয়েছিল কিনা তা নির্ধারণের জন্য আদালতের নির্দেশের পরে এএসআই ৪ আগস্ট জ্ঞানবাপি প্রাঙ্গণের ব্যারিকেড যুক্ত এলাকায় সীমক্ষা শুরু করে। মুসলিম পক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ ইখলাক আরও সময় চেয়ে আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং যুক্তি দেন যে এএসআই কোনও যথাযথ কারণ ছাড়াই বারবার প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সময় চাইছে। এর অবসান হওয়া উচিত।

বুথ ফেরত সমীক্ষায় পাঁচ রাজ্যে ভোটের ফলাফল

ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস নিশ্চিত, জোর লড়াই রাজস্থানে

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার শেষ হওয়া পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচনের এক্সিট পোল দেখে মনে হচ্ছে কংগ্রেস সার্বিকভাবে লাভবান হবে। দেশের প্রাচীনতম দলটি পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে দুটিতে ক্ষমতা অর্জন বা ধরে রাখতে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে, তবে সম্ভবত রাজস্থানে বিজেপির কাছে পরাজিত হতে পারে বলে বেশিরভাগ সমীক্ষক সংস্থা জানিয়েছে। যদিও ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া রাজস্থানে কংগ্রেসকে এগিয়ে রেখেছে। তবে, মধ্যপ্রদেশের জোর লড়াই বিজেপির সঙ্গে এবং মিজোরামে কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বলেই আভাস। নির্বাচন পরিচালনাকারী বেশিরভাগ এজেন্সি পরামর্শ দিয়েছে যে কংগ্রেস ছত্তিশগড়ে ক্ষমতা ধরে রাখবে এবং তেলেঙ্গানার বিআরএস-এর কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করবে। উল্লেখ্য, ভোট গণনা হবে ৩ ডিসেম্বর, রবিবার।
মধ্যপ্রদেশে ২৩০ টি আসনের মধ্যে ১১৬টি অসন পেলেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। টিভি নাইন ইন্ডিয়া পোলস্ট্রাট বলেছে যে কংগ্রেস ১১১-১২১ টি আসনে এগিয়ে থাকবে, তারপরে বিজেপি ১০৬-১১৬ টি আসনে এগিয়ে থাকবে। জন কি বাত ১০০-১২৩ টি আসন নিয়ে বিজেপিকে এগিয়ে রাখলেও কংগ্রেসকে ১০২-১২৫ টি আসন দিয়েছে। টাইমস নাউ ইটিজি জানিয়েছে, কংগ্রেস পাবে ১০৯-১২৫টি আসন। আর বিজেপি পাবে ১০৫-১১৭টি আসন।
দৈনিক ভাস্কর জানিয়েছে, কংগ্রেস ১০৫-১২০টি আসন পাবে এবং বিজেপি ৯৫-১১৫টি আসন পাবে। ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস ৪৬-৫৫টি আসন পাবে এবং বিজেপি ৩৫-৪৫টি আসন পাবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে দৈনিক ভাস্কর।

এক নজরে বুথ ফেরত সমীক্ষায় পাঁচ রাজ্যে ভোটের ফলাফল

মধ্য প্রদেশ (আসন ২৩০)	টিভি নাইন ভারতবর্ষ	জন কি বাত	টাইমস নাউ ইটিজি	দৈনিক ভাস্কর
বিজেপি	১০৬-১১৬	১০০-১২৩	১০৫-১১৭	৯৫-১১৫
কংগ্রেস	১১১-১২১	১০২-১২৫	১০৯-১২৫	১০৫-১২০
অন্যান্য	-	-	-	-

ছত্তিশগড় (আসন ৯০)	এবিপি নিউজ-সি ভোটার	ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস মা ই	ইন্ডিয়া টিভি-সিএনএক্স	দৈনিক ভাস্কর
বিজেপি	৩৬-৪৮	৩৬-৪৬	৩০-৪০	৩৫-৪৫
কংগ্রেস	৪১-৫৩	৪০-৫০	৪৬-৫৬	৪৬-৫৫
অন্যান্য	-	-	-	-

তেলেঙ্গানা (আসন ১১৯)	ইন্ডিয়া টিভি-সিএনএক্স	জন কি বাত	রিপাবলিক টিভি-ম্যাট্রিজ	টিভি নাইন ভারতবর্ষ
বিআরএস	৩১-৪৭	৪০-৫৫	৪৬-৫৬	৪৮-৫৮
কংগ্রেস	৬৩-৭৯	৪৮-৬৪	৫৮-৬৮	৪৯-৫৯
এআইএমআইএম	৫-৭	৪-৭	৫-৯	-

রাজস্থান (আসন ২০০)	ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস মা ই	পি এম এ আর কিউ	টাইমস নাউ ইটিজি	দৈনিক ভাস্কর
বিজেপি	৮০-১০০	১০৫-১২৫	১০৮-১২৮	৯৮-১০৫
কংগ্রেস	৮৬-১০০	৬৯-৯১	৫৬-৭২	৮৫-৯৫
অন্যান্য	-	-	-	-

মিজোরাম (আসন ৪০)	ইন্ডিয়া টিভি-সিএনএক্স	এবিপি নিউজ-সি ভোটার	জন কি বাত	টাইমস নাউ ইটিজি
এমএনএফ	১৪-১৮	১৫-২১	১০-১৪	১৪-১৮
কংগ্রেস	৮-১০	২-৮	৫-৯	৯-১৩
জেডপিএম	১২-১৬	১২-১৮	১৫-২৫	১০-১৪

আপনজন গ্রাফিক্স @ ফৈয়াজ আহমেদ

ছত্তিশগড়ের ৯০টি আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংখ্যা ৪৬টি। এবিপি নিউজ-সি ভোটার রে পূর্বাভাস অনুযায়ী কংগ্রেস ৪১-৫৩ টি আসন এবং বিজেপি ৩৬-৪৮ টি আসন পেতে পারে।
ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী কংগ্রেস ৪০-৫০টি আসন এবং বিজেপি ৩৬-৪৬টি আসন পেতে পারে।
ইন্ডিয়া টিভি-সিএনএক্স-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, কংগ্রেস পাবে ৪৬-৫৬টি আসন এবং বিজেপি পাবে ৩০-৪০টি আসন।
জন কি বাত অনুযায়ী, কংগ্রেস পাবে ৪২-৫৩ টি এবং বিজেপি পাবে ৩৪-৪৫ টি আসন।
চাণক্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে কংগ্রেস ৫৭ টি আসনের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এবং বিজেপি ৩৩ টি আসন পাবে। তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস ৬৩-৭৯টি আসন, বিআরএস ৩১-৪৭টি, বিজেপি ২-৪টি এবং এআইএমআইএম ৫-৭টি আসন পেতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে ইন্ডিয়া টিভি-সিএনএক্স। জন কি বাত পূর্বাভাস দিয়েছে যে কংগ্রেস ৪৮-৬৪ টি আসন পাবে, বিআরএস ৪০-৫৫টি আসন পাবে, বিজেপি ৭-১৩ টি আসন পাবে এবং এআইএমআইএম ৪-৭ টি আসন পাবে। রিপাবলিক টিভি ম্যাট্রিজের পূর্বাভাস অনুযায়ী, তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস পাবে ৫৮-৬৮টি আসন, বিআরএস পাবে ৪৬-৫৬টি আসন, বিজেপি পাবে ৪-৯টি আসন এবং এআইএমআইএম পাবে ৫-৯টি আসন। টিভি নাইন ভারতবর্ষ পোলস্ট্রাট জানিয়েছে, কংগ্রেস পাবে ৪৯-৫৯টি আসন এবং বিআরএস পাবে ৪৮-৫৮টি আসন।
ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া বাদে প্রায় সমস্ত এজেন্সি রাজস্থানে ক্ষমতা রদবদলের পূর্বাভাস দিয়েছে। ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া কংগ্রেসকে ৮৬-১০০ টি আসন এবং বিজেপিকে মাত্র ৮০-১০০ টি আসন দিয়েছে। বাকিরা বিজেপিকে সুবিধা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, টাইমস নাও ইটিজি ১০৮-১২৮ টি আসন নিয়ে বিজেপিকে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং কংগ্রেস ৫৬-৭২ টি আসন পেতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। পি এমএআরকিউ এবং জন কি বাত পূর্বাভাস দিয়েছে যে বিজেপি যথাক্রমে ১০৫-১২৫ এবং ১০০-১২২ আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা অতিক্রম করবে। পি এমএআরকিউ আশা করছে যে কংগ্রেস ৬৯-৯১ টি আসন পাবে এবং জন কি বাত ৬৩-৮৫ টি আসন পাবে বলে আশা করছে। দৈনিক ভাস্করও রাজস্থানে ৯৮-১০৫ টি আসন নিয়ে বিজেপির জয়ের পূর্বাভাস দিয়েছে এবং কংগ্রেস ৮৫-৯৫ টি আসন পেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।মিজোরাম মিজোরামে কোনও স্পষ্ট প্রবণতা ছিল না। ইন্ডিয়া টিভি-সিএনএক্স জানিয়েছে, এনডিএর শরিক মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট ১৪-১৮, জোরাম পিপলস মুভমেন্ট ১২-১৬, কংগ্রেস ৮-১০ এবং বিজেপি ০-২ পাবে এবিপি নিউজ-সি ভোটার জানিয়েছে, এমএনএফ ১৫-২১, জেডপিএম ১২-১৮ এবং কংগ্রেস ২-৮ পাবে। জন কি বাত জানিয়েছে, জেডপিএম ১৫-২৫ টি আসন, এমএনএফ ১০-১৪ টি আসন, কংগ্রেস ৫-৯ টি এবং বিজেপি ০-২ টি আসনে এগিয়ে থাকবে।

মুসলিমদের শুধু আলেম নয়, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানীও হতে হবে: আরশাদ মাদানি

আপনজন ডেস্ক: আধুনিক শিক্ষাকে সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হিসাবে বর্ণনা করে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা সৈয়দ আরশাদ মাদানি বলেছেন, জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ মোটেও আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়। ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানীদেরও প্রয়োজন কিন্তু একই সাথে। যদিও তিনি ধর্মীয় শিক্ষাকে অপরিহার্য বলে মনে করেন। তিনি বৃহস্পতিবার দিল্লিতে জমিয়তে উলামার দিল্লি ও হরিয়ানা প্রদেশের জেলা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের এক দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তৃতাকালে একথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের অবস্থান, আমাদের রাজনীতি, আমাদের পারফরম্যান্স পুরোটাই আমাদের মুরব্বিদের কারণে এবং আমরা তাদের আমাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে বিবেচনা করি। তাদের পদ্ধতি ছাড়া নতুন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা আমাদের জামায়াতের জন্য উপকারী নয়।
তিনি বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা সমসাময়িক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ছিলেন না, যদিও তারা সকলেই ইসলামী বিজ্ঞানের পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞ ছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে, তাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করেছে, কিন্তু বাস্তবতা হল তারা ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিল না। তাই দেশ স্বাধীন হলে জমিয়ত উলেমা হিন্দের নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে মাদ্রাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে জাতিকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে।
তিনি বলেন, 'আমাদের অবস্থান হচ্ছে, আধুনিক শিক্ষাও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একই সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষাও অপরিহার্য, কারণ আমাদের সন্তান যদি ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হয়, তাহলে তার শেষ নিঃশ্বাসের সময় শাহাদাহ পড়তে সক্ষম হওয়ার মতো যথেষ্ট ধর্মীয় শিক্ষা থাকতে হবে।
মাদানি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার সচেতনতা উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে নেই, আমরা অনেকেই বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করি, তারা স্কুল-কলেজ খোলার কথা ভাবেন না। এমন নয় যে উত্তরের মুসলমানদের দক্ষিণের তুলনায় পুঁজির অভাব রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে সেই চেতনা নেই যা এখন তৈরি করা দরকার।
মাওলানা মাদানি বলেন, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে হিন্দু ছেলেদের মুসলিম মেয়েদের বিয়ে করার দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রদায়িকদের প্রচারের চাপের কারণে বিজেপি শাসিত রাজ্যে স্বঘোষিত শব্দের বিরুদ্ধে আইন করা হয়েছে। লাভ জিহাদ যদি থাকে তাহলে তাকে ভুল ভাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। যখন একটি মুসলিম ছেলে এমন অপকর্ম করে তখন তার পুরো পরিবারকে তুলে নিয়ে জেলে পাঠানো হয়, কিন্তু একটি হিন্দু ছেলে যখন এমন কাজ করে তখন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। বরং প্রশাসনের লোকজন তাকে সমর্থন করে। মাওলানা মাদানী বলেন, সমাধান হচ্ছে মুসলিম ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা, যেখানে দেশের ছেলে-মেয়েরা নিরাপদ ধর্মীয় পরিবেশে লেখাপড়া করতে পারবে। তিনি বলেন, এখন কিছু না করলে দশ বছর পর এই অবস্থা হতে পারে। তিনি আরও বলেন, আপনি কখনই আশা করবেন না যে সরকারগুলি আপনার জন্য কিছু করবে, কারণ ১৯৪৭ সাল থেকে সাম্প্রদায়িক লোকেরা সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছে। একমত নীতি হল মুসলমানদের তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে না দেওয়া। যে কারণে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও মুসলিমরা দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জাতি, এমনকি প্রতিটি ক্ষেত্রে দলিতদের থেকেও পিছিয়ে রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এর পর ক্ষমতার শাসকদের একটি নির্ধারিত নীতিতে মুসলমানদের শিক্ষা ও শিক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সাচার কমিটির রিপোর্ট এর সাক্ষ্য দেয়, তাই এখনই সময় মুসলমানদের তাদের সন্তানদের পেটে পাথর বেঁধে শিক্ষিত করার। তিনি দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে যতটা সম্ভব ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল-কলেজ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। যেখানে তারা সহজে ধর্মীয় পরিবেশে শিক্ষা লাভ করতে পারে। আজ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের অভাব নেই, তাদের মধ্যে শিক্ষা লাভের প্রবণতা বেড়েছে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এগিয়ে যাওয়ার সাহস হারায়নি।

কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল কমিশনের লোগোয় উধাও অশোক স্তম্ভ, বসল ধন্বন্তরি-র ছবি

আপনজন ডেস্ক: ভারতের ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) অফিসিয়াল লোগোতে হিন্দু দেবতা ধন্বন্তরির একটি ছবি ভারতের জাতীয় প্রতীকের পরিবর্তে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে চারটি এশিয়াটিক সিংহকে একের পর এক দাঁড়িয়ে দেখানো হয়েছে। সংস্থাটিকে 'ভারত' এর পরিবর্তে 'ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন - ভারত' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার ফলে সংসদের আসন্ন বিশেষ অধিবেশনে সংবিধান থেকে 'ভারত' শব্দটি অপসারণের বিজেপির কথিত পরিকল্পনা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। নতুন লোগোটি ইতিমধ্যে এনএমসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে মিডিয়া বা জনসাধারণকে কোনও অফিসিয়াল তথ্য না দিয়ে গোপনে চালু করা হয়েছে। যদিও পরিবর্তিত লোগোটি তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেখা যাবে, এক্স, পূর্বে টুইটারে, নীচে লেখা সত্যমেব জয়তে সহ জাতীয় প্রতীকটি রয়ে গেছে। এনএমসি, তার লেটারহেডে, প্রায়শই জাতীয় প্রতীক ব্যবহার করে। অনেক ডাক্তার এবং চিকিৎসা পেশাদাররা লোগো পরিবর্তনের নিন্দা জানাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, বিশেষত এক্স ব্যবহার করেছেন। ইন্ডিয়ান মেডিকেল

অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) জাতীয় সভাপতি ডা. শরদ কুমার আগরওয়াল নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন যে লোগো পরিবর্তন করা "অপ্রয়োজনীয়"। তিনি বলেন, ধন্বন্তরির অন্তর্ভুক্তি অপ্রয়োজনীয় ছিল এবং এটি এড়ানো উচিত ছিল। তাদের উচিত চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মানের দিকে মনোনিবেশ করা। তারা কোনও রাজনৈতিক সংস্থা নয় এবং তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয় বা তাদের রাজনৈতিক কর্তাদের খুশি করার চেষ্টা করা উচিত নয়। আইএমএ, কেরালা শাখা এনএমসি চেয়ারম্যানকে এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছে এবং এই বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। তিনি বলেন, 'আপনাদের জানাতে চাই যে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের লোগোতে সাম্প্রতিক পরিবর্তন আধুনিক চিকিৎসা সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

সিবিআই হানায় মিলল ২৪ লক্ষ টাকা ও গয়না

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার, দাবি বিধায়ক জাফিকুলের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এবার মুর্শিদাবাদের ডোমকলে পৌঁছাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল সিবিআই । বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় নটা নাগাদ ডোমকলের বিধায়ক তথা ডোমকল পুরসভার প্রশাসক জাফিকুল ইসলামের বাড়ি, এডুকেশনাল হাবে তল্লাশি চালানো হয়। সিবিআই সূত্রের খবর বিধায়কের বাড়ি থেকে নগদ প্রায় চব্বিশ লক্ষ টাকা , সোনা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে।
জাফিকুলের স্ত্রী বীণা সরকারের ঘরে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু সোনার গয়নার হদিস মিলেছে। এ বিষয়ে বীণা সরকারের দাবি, কলেজের অধ্যক্ষা হিসেবে তিনি যে বেতন পান, সেখান থেকেই এই সোনা কেনা।
যদিও বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের দাবি প্রতিহিংসার রাজনীতির কারণেই তাকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জড়ানো হয়েছে। আর যেই টাকা উদ্ধার হয়েছে সেটা জমি বিক্রির টাকা ওখানে রাখা ছিল। এদিন আট'টা পঁয়তাল্লিশ নাগাদ তিনটি গাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে ডোমকলের ১৪ নং ওয়ার্ডের গোবিন্দপুরে বিধায়কের বাড়িতে হাজির হয় সিবিআই। যদিও সেই সময় বাড়িতে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায়ক, বিধানসভার অধিবেশন চলার কারণে তিনি বিধানসভায় আছেন বলে সূত্রে জানা যায়।
তদন্তকারীরা বাড়িতে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। পাশপাশি বাইরে টহল দিতে থাকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। তার কিছুক্ষন পরেই ওই টিমের কয়েকজন আধিকারিক বেরিয়ে পাশের একটি পিটিটিআই কলেজে হানা দেয়। এরপর সেখান থেকে সিবিআই আধিকারিকরা জাফিকুল ইসলামের গোবিন্দপুরের এডুকেশনাল হাবের আরও একটি পিটিটিআই কলেজে হানা দেয়। তল্লাশির মাঝে কয়েকজন আধিকারিক বেশ কয়েকবার বিধায়কের বাড়ি থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বাড়িতে যাওয়া আসা করে। সিবিআই হানা দেওয়ার পরেই বিধায়ক অনুগামীরা তার বাড়ির সামনে ভিড় করতে শুরু করে। অনুগামীরা দাবি তোলে তাদের বিধায়ককে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁসানো হচ্ছে। যদিও তাদের সরিয়ে দেয় পুলিস। তদন্ত চলাকালীন একাধিকবার ডোমকলের আইসিকে ভেতরে যেতে দেখা যায়। এদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ ডোমকলের একটি বেসরকারি ব্যাংক থেকে জাফিকুলের বাড়িতে টাকা গোনার মেশিন নিয়ে আসে সিবিআই আধিকারিকরা। প্রায় ঘন্টাখানেক পর সেখান থেকে মেশিনটিকে ফের ব্যাংকে পাঠানো হয়। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে , তদন্ত চলাকালীন বিধায়কের বাড়িতে নগদ টাকার হদিস পেয়েছিল তারা। আর সেই টাকার অঙ্ক অনেক বেশি হওয়ায় বাধ্য হয়ে ওই মেশিন নিয়ে আনা হয় ব্যাংক থেকে। এরপর ফের তল্লাশি চালাতে শুরু করে সিবিআই। সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়েও তদন্ত শেষ করতে পারেনি সিবিআই।
সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রাজনীতিতে পা দেওয়ার অনেক আগে থেকেই জাফিকুল দশটির অধিক এডুকেশনাল কলেজের মালিক ছিলেন। বছর সাতেক আগে ডোমকল পৌরসভা হওয়ার সময়েই রাজনীতিতে আসেন তিনি। পুরসভার প্রথম নির্বাচনে নিজের এলাকা থেকেই তৃণমূলের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ২০১৯ সালের দিকে সৌমিক হোসেনের পুরসভার চেয়ারম্যানের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত জাফিকুল পুরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকেন । চেয়ারম্যান থাকাকালীন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে ডোমকলের বিধায়ক হন জাফিকুল ইসলাম। এরপর থেকেই বিধায়ক ও পুরসভার প্রশাসক দুটি পদ একই সঙ্গে সামলাচ্ছেন জাফিকুল ইসলাম। পাশাপাশি রাজনীতিতে পা দিলেও এডুকেশনাল কলেজের ব্যবসাতে একই সঙ্গে সক্রিয় রয়েছেন তিনি। ডোমকলের পাশপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেও তার নামে কলেজ রয়েছে। সেই সব কলেজগুলির অন্যতম হল, সৈয়দ মেমোরিয়াল পি টি টি আই, গোবিন্দপুর একাডেমিক পিটিটিআই, ড. আম্বেদকর প্রাইমার টিচার ইনস্টিটিউট, গোবিন্দপুর পলেটেকনিক কলেজ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ ও এডুকেশন, অঅরজেটিজিএ ডিপ্লোমা ও ফার্মেসি কলেজ।, ডোমকল বি এড কলেজ। তবে, সিবিআই হানা দেওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।যদিও বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম বলেন, প্রতিহিংসায় রাজনীতির কারণেই আমার নামে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হচ্ছে।আমি নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে কোনও ভাবে জড়িত নয়। আর সিবিআই এর তরফে যে টাকা পাওয়ার দাবি তোলা হচ্ছে সেই টাকা আমি জমি বিক্রি করে বাড়িতে রেখেছিলাম। আমাদের তরফ থেকে সমস্ত নথি দেখানো হয়েছে সেইসবের। পাশপাশি তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করছি আমরা।

ডোমকলে বিধায়ক জাফিকুলের এই বাড়িতেই চলে সিবিআই তল্লাশি

জাফিকুলের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষকের বাড়ি ও কলেজে সিবিআই হানা

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে শুধু মুর্শিদাবাদের ডোমকল নয়, বড়ঞার কুলিতে সিবিআই প্রতিনিধি দল হানা দিল। বড়ঞার কুলিতে ব্যবসায়ী সজল আনসারি ওরফে ঝন্টু শেখের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে সিবিআই। পেশায় শিক্ষক ঝন্টু শেখের বাড়িতে বৃহস্পতিবার সকালে সিবিআই এর প্রতিনিধি দল তল্লাশি চালাতে শুরু করে।
ঝন্টু শিক্ষা নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত কুন্তল ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের।
ঝন্টুর একাধিক বিএড কলেজ আছে বলে জানা যাচ্ছে। বড়ঞার কুলি এলাকায় অবস্থিত আল হিলাল মিশন টির্চাস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বিএড অ্যান্ড ডি এল এড কলেজ। এছাড়া
বড়ঞা থানার কুলি এলাকায় এ দিন সজল আনসারি বাড়িতে তিন সদস্যের সিবিআই প্রতিনিধি দল তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাদ চালায় । বাড়ি ঘিরে রাখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। দুটি বিএড কলেজের মালিক সজল আনসারি। এছাড়াও তাঁর নামে একাধিক কলেজের মালিকানা রয়েছে ও প্রচুর সম্পত্তির মালিক বলে সূত্রের খবর।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ৩২৩ সংখ্যা, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১৬ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

বন্ধুর পথ

সমস্যাবিহীন জীবন হইল পাঠছাড়া স্কুলের ন্যায়। অর্থাৎ, চলার পথে সমস্যা থাকিবেই। মুশকিল হইল, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান না করিয়া তাহা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা মহাসর্বনাশ ডাকিয়া আনে সর্বদাই। উপরন্তু, জুতসই সমাধান টানিতে না পারিলে নূতন নূতন সমস্যা হাজির হইয়া পরিস্থিতিকে অধিক জটিল ও কঠিন করিয়া তোলে। আজিকার বিশ্বের চিত্র কী? চর্তুদিক হইতে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরিয়া ধরিয়াছে নানাবিধ সমস্যা-সংকট। ইউক্রেন যুদ্ধ দুই বত্সরের গণ্ডি অতিক্রম করিতে যাইতেছে, তথাপি সংঘাত বন্ধের তথা সমাধানের কার্যকর রাস্তার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ইহার মধ্যে আবার নূতন সমস্যার উদয় ঘটিয়াছে হামাস-ইসরাইল সংঘাতের পিঠে চড়িয়া। অন্যান্য অঞ্চলও বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত। চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে ঘনীভূত এই সকল সংঘাত বিশ্বের জন্য যে কী ধরনের বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে, তাহাই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিষয়। কাহার কারণে বা কোন পক্ষের দোষে সংঘাত বাধিতেছে, তাহা বড় প্রশ্ন নহে; পৃথিবী ক্রমাগত সংকটের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হইতেছে এবং তাহা হইতে উত্তরণের পথও অজানা—কঠিন বাস্তবতা ইহাই। গভীরভাবে লক্ষণীয়, একটি করিয়া সংকট ঘাড়ে চাপিতেছে এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি না পাইতেই নূতন প্রতিকূলতার মুখে পড়িতেছে বিশ্ব! ইহার ফলে জ্বালাইয়া মারিতে থাকা পূর্বের সমস্যা অধিক বন্ধুর, বিপৎসংকুল হইয়া উঠিতেছে নূতন সমস্যার আড়ালে ঢাকা পড়িয়া। সংঘাত-সংঘর্ষের গহ্বরে পরিণত হইয়া বিশ্ব যেন হইয়া উঠিতেছে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। ইহা তো মহাবিপদের পদধ্বনি!

মনে রাখিতে হইবে, ইউক্রেন সংকটের কারণে বিশ্বব্যাপী মন্দাভাব পরিলক্ষিত হইতেছে দীর্ঘ সময় ধরিয়া। খাদ্যাভাব তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে ক্রমবর্ধমান হারে। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে আবারও ইউক্রেনের শস্যভান্ডারে হামলা চালাইয়াছে রুশ সেনারা। ইউক্রেনের খাদ্যশস্য অবরুদ্ধ হইয়া যাইবার কারণে বিশ্ব এমনিতেই অবর্ণনীয় খাদ্যসংকটের সম্মুখীন বিধায় ইহা বৃহত্ সংকটের পূর্বাভাস হইয়া প্রতিঘাত করিতেছে সর্বময়। তাহা ছাড়া সংকট বাড়িলে জ্বালানির সংকট বাড়িবে অনিবার্যভাবে। এই যে সংকট, ইহা তো এক দিনে সৃষ্টি হয় নাই—যাহার নিরুপায় সাক্ষী গোটা বিশ্ব। এবং অসহায় বিশ্ববাসী ইহাও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, নূতন সংকটের উদয়ে অনেক বড় সংকট ঢাকা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে! ইহার ফলে কী ঘটিবে? বিশ্বকে ক্রমাগত আচ্ছাদিত করিবে সংকটের বেড়াজাল। অনিশ্চয়তার প্রহরে প্রলাপ গুনিবে ভুক্তভোগী বিশ্ব। পরিতাপের বিষয়, এই আশঙ্কাকে আমলে লইতেছি না আমরা, হাঁটিতেছি না সমাধানের পথে।

কোনো সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সেই সমস্যার শাখা-প্রশাখায় বিচরণ না করিয়া বরং মাটি খুঁড়িয়া উহার একদম গভীরে, শিকড়ে প্রবেশ করিতে হয়—ইহা গুণীজনের হিতোপদেশ। আমরা সমস্যা ঠিকই অনুধাবন করিতেছি, সমস্যায় জর্জরিত হইয়া অস্তিত্বের জ্বালামুখে রহিয়াছি; কিন্তু সংকটের রাস্তা খুঁজিয়া পাইতেছি না কিংবা সংকট উত্তরণে জোর চেষ্টা চালাইতেছি না! তাহা হইলে হিসাব কী দাঁড়াইতেছে? সমস্যা-সংকট কী জিয়াইয়া রাখিতে চাহিতেছি কোনো না কোনোভাবে? অথচ সংকট কাটাইতে না পারিলে উহা সকলকেই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিবে।

বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণে দেশে দেশে সমস্যা, সংকট বাড়িতেছে। উন্নয়নশীল বিশ্ব পড়িয়াছে মহাবিপদে। এইখানে সমস্যার অন্ত নাই। জাতীয় জীবনকে অস্থিতিশীল করিয়া তুলিতেছে নানামুখী সমস্যা। ব্যক্তিগত জীবনও বিপর্যস্ত হইতেছে নানাভাবে। এইভাবে চলিতে থাকিলে সভ্যতার সংকট শুরু হইবে—যাহার বীজ মাটি ফুঁড়িয়া বের হইবার উপক্রম! সুতরাং সহজ হিসাব হইল, সংকট যত বাড়িবে, বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা বাড়িবে তত অধিক। ইহার ফলে রক্ত ঝরিবে, সম্পদের অপচয় ঘটিবে এবং বিশেষ করিয়া বিশ্ব পড়িবে বুভুক্ষু পরিস্থিতির মুখে। অর্থাত্, আমরা যে মহাসংকটের পেটে চলিয়া যাইতেছি, তাহা হইতে মুক্তির রাস্তা একটাই—হানাহানির রাস্তা পরিহার করিয়া বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করা, মানবতার পথে হাঁটা। সমস্যা আড়াল করিলে কিংবা সমাধানের পথ এড়াইবার চেষ্টা করিলে তাহা কেবল সমাধানের সঙ্গে দূরত্বই বাড়াইবে।

••••••••••••

রয়টার্স-এর বিশ্লেষণ

ভারতে সামাজিক মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কারা ভুয়া তথ্য ছড়াচ্ছে

- ভারতে মুসলমানদের নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ভুয়া তথ্য ছড়ানো হচ্ছে
- ইসরায়েলে হামাসের হামলার কথা উল্লেখ করে ভারতে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে সতর্ক করা হচ্ছে
- বিজেপি বা প্রধানমন্ত্রী মোদি মুসলমানদের ব্যাপারে বৈষম্যের অভিযোগ অস্বীকার করছেন
- ঘৃণামূলক বক্তব্য ও ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে যোগাযোগমাধ্যমের প্রতি আরও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালানোর পর ভারতে একটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। এতে বলা হয়, হামাসের হামলায় ১৭ জন ভারতীয় নিহত হয়েছেন। সেখানে নিহত ব্যক্তিদের তালিকাও দেওয়া হয়। এতে ভারতে তুমুল প্রতিক্রিয়া হয়। পরে দেখা গেল, এই তালিকা ভুয়া।

পরের কয়েক সপ্তাহ ইসরায়েল–ফিলিস্তিনের সংঘাত ঘিরে ভারতের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মাধ্যমে অসংখ্য বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন তথ্য যাচাইকারী ও গবেষকদের নানা দলিলপত্র থেকে দেখা যায়, সংখ্যালঘু মুসলমানদের লক্ষ্য বানিয়ে এসব ভুয়া তথ্য ছড়ানো হয়েছে।

এসব বেশির ভাগ বার্তায় হিন্দুদের সতর্ক করে বলা হচ্ছে, আগামী বছর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) জয়ী না হলে মুসলমানদের দিক থেকে তাঁদের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের নিরপেক্ষ তথ্য যাচাই–বাছাইকারী ভারত নায়েক বলেন, ‘প্রতিটি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার উল্লেখ করে বার্তা দেওয়া হচ্ছে, মুসলমানরা হচ্ছে শয়তান। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।’

ভুয়া তথ্য ও ঘৃণ্য ভাষণ যাচাইকারী নায়েক বলেন, ‘যদি কোনো চলমান ঘটনা থাকে, তাহলে পুরো ঘটনার ভিডিও ও ছবি সামনে নিয়ে আসা হয় আর বলা হয়, হিন্দুদের নিরাপদ থাকতে হলে বিজেপিকে ভোট দিন।’

চিন্তক প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান অ্যান্টি–ডিফেশন লিগ জানায়, গত ৭ অক্টোবরের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ও এক্সে (সাবেক টুইটার) ইসলামবিদ্বেষী ও ইহুদিবিদ্বেষী বক্তব্য ব্যাপক হারে বেড়েছে।

তথ্য যাচাই–বাছাইকারী প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ১৪০ কোটি জনসংখ্যা–অধ্যুষিত ভারতে ১৪ শতাংশ মানুষ মুসলমান। আগামী বছরের মে মাসে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন ও নভেম্বরে চলমান বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচন ঘিরে মুসলমানদের লক্ষ্য করে ভুয়া তথ্য ও ঘৃণামূলক বক্তব্য ব্যাপক হারে বাড়ছে।

কাতারের হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মার্ক ওয়েন জোনস বলেন, সংঘাত, নির্বাচনে এ ধরনের বয়ান ছড়ানো হয়ে থাকে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে এ ধরনের সংঘাতকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভুয়া তথ্য বিষয় নিয়ে পড়ানো এই সহযোগী অধ্যাপক বলেন, রাষ্ট্রের খেলোয়াড়েরা এ ধরনের বিভাজনমূলক বক্তব্য ও চাঞ্চল্যকর ভুয়া তথ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন।

বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র টম ভেদাক্কানের কাছে এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, বিজেপি এবং সরকার কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্যকে উৎসাহিত করে না।

গত জুনে হোয়াইট হাউস সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, ভারতে বৈষম্যের কোনো স্থান নেই।

ভারতের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। গত এক দশকে বিজেপির শাসনামলে দলের ও মিত্রদের নেতাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো। তারা বলছে, নেতাদের এসব বক্তব্য সহিংসতাকে উসকে দিয়েছে।

হ্যাশটাগ #করোনাজিহাদ ও #লাভজিহাদ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভাইরাল হয়েছে। এসব হ্যাশট্যাগে করোনাভাইরাস ছড়ানোর জন্য মুসলমানদের দায়ী করা হয়েছে। আবার জোরপূর্বক হিন্দু নারীদের ধর্মান্তরিত করে বিয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে। আবার হোয়াটসঅ্যাপ ও ফেসবুকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ভুয়া তথ্য ছড়ানো হয়। এতে ভয়াবহ সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল।

ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি তৃতীয় দফায় জয়ী হতে পারে। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে ওয়াশিংটনভিত্তিক এমন একটি সংগঠন হিন্দুত্ব ওয়াচ। তারা বলছে, গবেষকেরা দেখেছেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে মুসলমানবিরোধী ঘৃণামূলক বক্তব্য ছড়ানো হচ্ছে। ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে প্রতিদিন গড়ে একটির বেশি এমন ঘটনা ঘটেছে।

ফ্যাক্ট চেকিং সংগঠন বুম লাইভ দেখিয়েছে, গত মে মাসে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় কর্ণাটক রাজ্যে ভুয়া তথ্য ছড়ানো হয়েছিল। ওই রাজ্যের নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল। বুমের উপসম্পাদক কারেন রেবেলো বলেন, মুসলমানদের লক্ষ্য করে ভুয়া তথ্য ছড়ানো আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। তাদেরকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরে ভুয়া তথ্য ছড়ানো হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মালিক মেটা বলছে, ভারতে তারা আরও ফ্যাক্ট চেকার নিয়োগ দিয়েছে। তৃতীয় পক্ষ দিয়ে বিশ্বব্যাপী মেটা তথ্য যাচাই–বাছাই করে থাকে। মেটার এক মুখপাত্র বলেন, ‘আমরা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক কৌশল নিয়ে থাকি। আমাদের দল সহিংসতা সৃষ্টি করতে পারে, এমন ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং আধেয় শনাক্ত ও সরিয়ে নেওয়ার কাজে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ভুয়া তথ্য যাতে ছড়াতে না পারে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকে।’

সরকারের যত অনুরোধ

ভারতে জনসংখ্যার বিরাট একটা অংশ তরুণ। ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিশাল বাজার রয়েছে এ দেশে। এখানে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ ফেসবুক এবং ৫০ কোটি মানুষ ইউটিউব ও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে। ফলে আধেয় নিয়ে প্রায়ই ভারত সরকারের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মুখোমুখি অবস্থান দেখা যায়।

মোদি সরকার নিরাপত্তা উদ্বেগের কথা তুলে ধরে ২০২০ সালে সংক্ষিপ্ত ভিডিওর অ্যাপ টিকটক নিষিদ্ধ করে। একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর বিধিনিষেধ কঠোর করে। ক্ষতিকর আধেয় থাকলে তা দ্রুত সরিয়ে নেওয়া এবং তথ্যের উৎস শনাক্ত করার দাবিও তোলে সরকার। ২০২২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ভারত সরকারের কাছ থেকে মেটার কাছে ৬৪ হাজার আধেয় সরানোর অনুরোধ এসেছে।

চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জানুয়ারির মধ্যে গুগলের ইউটিউব ভারতে ২০ লাখের বেশি ভিডিও মুছে দিয়েছিল। এই সংখ্যা বিশ্বের যেকোনো দেশের চেয়ে অনেক বেশি।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের সহযোগী পরিচালক জয়শ্রী বাজোরিয়া বলেন, সরকার সামাজিক মাধ্যমের যেসব পোস্ট বা আধেয় সরানোর অনুরোধ করে, তার বেশির ভাগই ভিন্নমতাবলম্বী, মানবাধিকারকর্মী ও মুসলমান কর্মীদের দেওয়া। এসব আধেয় বিজেপি ও তার মিত্রদের দেওয়া আধেয়ের মতো ক্ষতিকর নয়।

বাজোরিয়া বলেন, বিজেপি নেতারা বা বিজেপি সমর্থকেরা মুসলমানসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে যেসব ঘৃণামূলক বক্তব্য দেন, সে জন্য তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনা হয় না। অথচ তাঁদের বক্তব্য সহিংসতাকে উসকে দিতে পারে।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে তথ্যপ্রযুক্তি বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো জবাব দেয়নি।

ফেসবুকের হুইসেলব্লোয়ার ফ্রান্সেস হজেন ২০১৯ সালে অভ্যন্তরীণ নথিপত্র ফাঁস করার পর দেখা যায়, ভারতসহ বিশ্বের বেশ কিছু দেশে ঘৃণামূলক বক্তব্য পর্যবেক্ষণে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমটিকে। মেটা তখন নিরপেক্ষভাবে মানবাধিকারের প্রভাব মূল্যায়নে সম্মত হয়েছিল।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আহ্বান সত্ত্বেও মেটা পূর্ণ প্রতিবেদন আর প্রকাশ করেনি। মেটার মুখপাত্র বলেন, কোনো ধর্ম, দেশ ও জাতিগোষ্ঠী বা সামাজিক শ্রেণির বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্যের ব্যাপারে ‘মেটার সুস্পষ্ট নীতি’ রয়েছে।

পক্ষপাত সর্বত্র

যুক্তরাজ্যভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর কাউন্টারিং ডিজিটাল হেট্রেডের (সিসিডিএইচ) এক প্রতিবেদনে বলা হয়, শুধু ভারতে নয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো গত বছর বিশ্বব্যাপী মুসলমান ও ইসলামবিদ্বেষী ৮৯ শতাংশ পোস্ট সরিয়ে ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে। সিসিডিএইচ জানায়, একইভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো ইহুদিবিদ্বেষী, বর্ণবাদী ও নারীবিদ্বেষী পোস্ট অপসারণে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতের হায়দরাবাদের সংখ্যালঘু অধিকারকর্মী এস কিউ মাসুদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঘৃণামূলক বক্তব্য বন্ধ করার চেয়ে মুসলমান ব্যবহারকারীদের বাধা দিয়ে দিতে বেশি উৎসাহী দেখা যায়।

বুম ও অল্ট নিউজের প্রামাণ্যচিত্রে দেখা যায়, গত জুনে ওড়িশায় ট্রেন দুর্ঘটনায় ৩০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে দুর্ঘটনা নিয়ে প্রচুর ভুয়া অভিযোগ আসতে থাকে। এমনও অভিযোগ উঠেছিল, স্টেশন মাস্টারকে ঘটনার জন্য দায়ী করে বলা জয়, তিনি একজন মুসলমান। ঘটনার পর তিনি পাশের এক মসজিদে আত্মগোপন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির রাটগার্স স্কুল অব কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশনের সহকারী অধ্যাপক কিরণ গরিমেলা বলেন, সমাজে এ ধরনের বয়ানের প্রতি সমর্থন আছে বলে এসব বার্তা ভাইরাল হয়। এসব প্ল্যাটফর্ম কেবল পক্ষপাতের বিস্তারকে সহজ করে দেয়।

ভারত নিয়ে কিসিঞ্জার কেন উল্টো গান গাইলেন

সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক

জওহারলাল নেহরু যে জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিলেন, সেটা থেকে ভারত এখনো খুব একটা দূরে সরে যায়নি এবং এই মনোভাব যত দিন অবশিষ্ট থাকবে, পশ্চিমারা ভারতকে খুব আপন ভাবতে পারবে না।

যদিও চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাত হলে সে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে চায়, পশ্চিমের সঙ্গে তার সম্পর্কটা এখনো মূলত অর্থনৈতিক, স্ট্র্যাটেজিক নয়। কারণ, সে রাশিয়াকে ছাড়তে রাজি নয়। সে ইউক্রেন আক্রমণকে নিন্দা জানায়নি। রাশিয়া থেকে একদিকে সে যেমন অস্ত্র কেনে, অন্যদিকে তেল কিনে সে প্রচুর লাভও করে। হয়তো এসব কারণেই এ বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে তার প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দুদিক থেকে সুবিধা নেওয়ার এই কৃতিত্ব কিসিঞ্জার মূলত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে দিতে চান। ভারতের সবচেয়ে ভালো কূটনীতিকদের একজন—যিনি ওয়াশিংটন ও বেইজিং দুই জায়গাতেই কাজ করেছেন—৬৮ বছর বয়স্ক সেই জয়শঙ্করই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মূল কারিগর। এস জয়শঙ্কর পৃথিবীর নতুন মেরুকরণকে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে বিবেচনা করছেন। তিনি ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কার দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমান পৃথিবীকে চীন-যুক্তরাষ্ট্রে বিভক্ত বিশ্ব হিসেবে দেখেন না। তিনি মনে করেন, এখন অন্তত চারটা বড় শক্তিকে বিবেচনায় রাখতে হবে—যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও ভারত। এখন সময়টা এমন, যেকোনো একটি বলয়ে ঢুকে বসে থাকলে চলবে না; সবার সঙ্গে সমান মাত্রায় না হলেও অন্তত ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সম্পর্ক রাখতে হবে, যেন বেছে নেওয়ার মতো কিছু বিকল্প সব সময় হাতে রয়ে যায়। এস জয়শঙ্কর তাঁর এক বইয়ে লিখেছেন, ‘বহুমেরুর এই পৃথিবী হচ্ছে এক ফ্রেনেমির পৃথিবী।’ ‘ফ্রেনেমি’ হচ্ছে সে-ই, যে একই সঙ্গে ফ্রেন্ড ও এনেমি। তবে তিনি আবার একইভাবে দীর্ঘদিনের অংশীদারত্বকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আগে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব থাকার কারণে আদর্শগত যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, ভারত এখন তা ঝেড়ে ফেলেছে। সে এখন মাটির ওপর হাঁটা শিখেছে। এস জয়শঙ্করের মতে, এই ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক দুটি কারণে আরও দৃঢ় হবে। এর একটি কারণ হচ্ছে চীন থেকে সরে এসে সাপ্লাই চেইনের বৈচিত্র্য বাড়া এবং আরেকটি ডিজিটালাইজেশনের আওতা বৃদ্ধি পাওয়া। জয়শঙ্করের মতে, এটা হচ্ছে ‘নতুন বিশ্বায়ন’, যার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক আস্থার ওপর। এস জয়শঙ্কর যেটা বোঝাতে চাইছেন, সেটা হচ্ছে ভারতের বিশ্বস্ততা যাচাই করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যদি এখন ভারতকে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলে, সেটা ঠিক হবে না। কারণ, ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন সুসম্পর্ক প্রায় ৬০ বছরের পুরোনো। তা ছাড়া ১৯৬৫ সালে ভারতের ওপর আমেরিকান অস্ত্র নিষেধাজ্ঞাই ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তাই ভারত যে এখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা নিচ্ছে, এতে জয়শঙ্করের কোনো অপরাধবোধ নেই এবং এ রকম আরও সুবিধা নিতে পারলেই তিনি খুশি। তা ছাড়া তিনি মনে করেন, রাশিয়া আদতে একটা ইউরেশিয়ান দেশ এবং আপাতত পশ্চিমের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এদিকে প্রবৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত ক্রমবর্ধমান হারে ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠায় সে রাশিয়ার রিসোর্সগুলো আরও বেশি ব্যবহার করতে চাইছে। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারত ও রাশিয়ার স্বার্থ অভিন্ন বলে তারা নিজেদের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখবেই। এ ছাড়া রাশিয়াকে পাশে পেলে একদিকে যেমন পশ্চিমের চাপ সহ্য করা সহজ হবে, অন্যদিকে চীন ও পাকিস্তান যেন ভারতের পেছনে লাগার সময় রাশিয়ার সমর্থন না পায়, সেটাও নিশ্চিত হবে।

একইভাবে, গত দুই দশকে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এর কারণ হিসেবে একদিকে যেমন আছে তাদের অভিন্ন স্বার্থ এবং অন্যদিকে অত্যন্ত শক্তিশালী ইন্ডিয়ান-আমেরিকান ডায়াসপোরার প্রভাব।

এ প্রভাব ভবিষ্যতে বাড়তেই থাকবে এবং এ দুই দেশ আরও ঘনিষ্ঠ হবে। এ কারণেই দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক বিশেষজ্ঞ স্টেফান কোহেন ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, পাকিস্তান সব সময় যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ছিল, কিন্তু কখনো বন্ধু হয়নি আর ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারে উল্টো।

যাহোক, ভারতের মতো নীতি অনেকেই অনুসরণ করতে চায়, কিন্তু সবার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ, কিসিঞ্জারের মতে, এর জন্য চাই ভারতের মতো মানবসম্পদ ও অর্থনীতি এবং জয়শঙ্করের মতো একজন পররাষ্ট্রবিশেষজ্ঞ। তা না হলে ‘ফ্রেনেমিদের’ সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া সত্যিই কঠিন।

সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
পিএসসির সদস্য এবং মাউশি ও নায়েমের সাবেক মহাপরিচালক
(দ্য ইকোনমিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে)

প্রথম নজর

১০০ বছর বয়সে হেনরি কিসিঞ্জারের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন কূটনীতিক ও বিতর্কিত নোবেল বিজয়ী হেনরি কিসিঞ্জার মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১০০ বছর।
স্থানীয় সময় বুধবার তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কানেক্টিকাটে তার নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স কিসিঞ্জার অ্যাসোসিয়েটস এর বরাতে নিশ্চিত করেছে এ খবর।
কিসিঞ্জার ছিলেন হার্ভার্ডের একজন অধ্যাপক যিনি পরবর্তীতে রাজনীতিতে নাম লেখান। মার্কিন-সোভিয়েত শীতল যুদ্ধের অন্যতম কারিগর মনে করা হয় তাকে। তিনি ছিলেন ৫৬তম মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং জেরাল্ড ফোর্ড এর আমলে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন ৮ম মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক। রাজনীতি করতেন রিপাবলিকান দলে। জার্মানিতে জন্ম নেয়া এ কূটনীতিক ছিলেন ইহুদী ধর্মের অনুসারী।

রেকর্ড ১ লাখ ৬৫ হাজার কর্মী নেবে দক্ষিণ কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: ইপিএসের আওতাধীন ভিসার কোটা নির্ধারণ করে ২০২৪ সালে রেকর্ড সংখ্যক ভিসা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে দক্ষিণ কোরিয়া। সংবাদ মাধ্যম দি কোরিয়ান ইকোনমিক ডেইলি দেশটির কর্মসংস্থান ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানায়, দেশীয় শিল্পে ক্রমবর্ধমান শ্রমিকের ঘাটতি পূরণে আগামী বছর বিভিন্ন দেশ থেকে কর্মী নিতে এ ভিসা দেবে দক্ষিণ কোরিয়া। কোম্পানির মালিকদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইপিএসের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নতুন এক লাখ ৬৫ হাজার কর্মী নেবে দেশটি। গত ২১ নভেম্বর ইপিএসের আওতায় অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট অফিসে। নির্ধারিত অভিবাসী শ্রমিকের মধ্যে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৫৩০ জন নতুন কর্মী ও বাকি ২১ হাজার ৪৬০ জন কমিটেড কর্মী নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে উৎপাদন শিল্পে ৯৫ হাজার, কৃষি খাতে ১৬ হাজার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সর্বমোট ১ লাখ ৬৫ হাজার কর্মী নিয়োগ পাবেন। এবারের ইপিএস কর্মীরা নতুন নতুন সেক্টরে চাকরি করার সুযোগ পাবেন। এর মধ্যে রেস্টুরেন্ট সেক্টর, কফিশপ, কনস্ট্রাকশন সেক্টর, সেবা খাত সহ বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট সেক্টর উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ কোরিয়া শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ই-৯ ভিসার মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়াতে অভিবাসী শ্রমিকদের কোটা প্রতিবছরই বৃদ্ধি করা হচ্ছে। জানা যায়, সরকারের পক্ষ থেকে অপেশাদার কর্মীদের জন্য ই-৯ ভিসা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০০৪ সালে থেকে দেশটি ছোট এবং মাঝারি আকারের উদ্যোক্তাদের কর্মীর চাহিদা পূরণে এ ভিসা দিয়ে আসছে। যেসব খাতে কর্মী নিয়োগ করা হবে তার মধ্যে উৎপাদন শিল্পে ৯৫০০০ জন,কৃষি খাতে ১৬০০০ জন, নির্মাণ শিল্পে ৬০০০ জন, মৎস্য খাতে ১০০০০ জন,জাহাজ শিল্পে ৫০০০ জন, সেবা খাতে ১৩০০০ জন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ২০০০০ জনসহ সর্বমোট ১ লাখ ৬৫ হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে নতুন বছরে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট অফিসে গত ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় জানায়, ১৬টি দেশের শ্রমিকদের জন্য অভিবাসী শ্রম নীতি নির্ধারণ কমিটির বৈঠকে ২০২৪ সালে কোরিয়াতে অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইসরাইলকে গোলান মালভূমি ছাড়তে হবে: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলকে অধিকৃত গোলান মালভূমি থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। জাতিসংঘের এ প্রস্তাবে মঙ্গলবার ভারত, চীনসহ মোট ৯১টি দেশ সমর্থন জানিয়েছে। রাশিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা তাসসহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, রাশিয়া, ব্রাজিল, ভারত, চীন এবং সৌদি আরবসহ মোট ৯১টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ আটটি দেশ বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। ৬২টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল।
এতে আরো বলা হয়েছে, সিরিয়ার গোলান মালভূমি থেকে ইসরাইলি সেনা সরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব পেশ হলে ৯১টি দেশ এ প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে। তবে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডার মতো দেশগুলো। ভোটদানে বিরত ছিল ৬২টি দেশ। ১৯৬৭ সাল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম সিরিয়ার গোলান মালভূমি অঞ্চলটি ইসরাইলি সেনাদের দখলে রয়েছে। এর আগেও এ ভূখণ্ডে ইসরাইলের পদক্ষেপ নিয়ে নিন্দা প্রস্তাব পেশ হয়েছে জাতিসংঘে। মঙ্গলবার ফের ইসরাইলি দখলদারির বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করা হয়। সেখানে বলা হয়, নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ম লঙ্ঘন করছে ইসরাইল। গোলান মালভূমি এলাকায় নিজেদের আইন ও শাসন চাপিয়ে দিয়েছে নেতানিয়াহুর দেশ। এতে ওই এলাকার শান্তি নষ্ট হচ্ছে।
মিশরের আনা এ প্রস্তাবে স্বভাবতই বিরোধিতা করেছে ইসরাইল। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াও এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। অন্যদিকে ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, ইউক্রেনের মতো দেশগুলো ভোটদানে বিরত থাকে।

জীবাশ্ম জ্বালানিতে বায়ুদূষণের কারণে প্রতিবছর ৫১ লাখ মৃত্যু: গবেষণা

আপনজন ডেস্ক: জীবাশ্ম জ্বালানির কারণে বিশ্বে যে পরিমাণ বায়ুদূষণ হয় তার কারণে প্রতিবছর অন্তত ৫১ লাখ মানুষ মারা যায়। সম্প্রতি বায়ু দূষণের সঙ্গে মানুষের মৃত্যুর সম্পর্ক জানতে একটি বড় ধরনের গবেষণা চালানো হয়। সেই গবেষণার বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম এক প্রতিবেদনে এ এ তথ্য জানিয়েছে। গবেষণার নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, প্রখ্যাত পিয়ার রিভিউড জার্নাল দ্য বিএমজেতে। এই বিষয়ে এই গবেষণাটিই সবচেয়ে বড় আকারের। আগের গবেষণাগুলোতে ধারণা করা হয়েছিল, জীবাশ্ম জ্বালানির কারণে সৃষ্ট বায়ুদূষণে হয়তো এত বেশি মানুষের মৃত্যু হয় না। তবে এই গবেষণা সেই অনুমানকে ছাপিয়ে গেছে। গবেষণাটি করেছেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, স্পেন এবং সাইপ্রাসের গবেষকেরা। জীবাশ্ম জ্বালানির কারণে সৃষ্ট বায়ুদূষণের কারণে কি পরিমাণ মানুষের মৃত্যু হয় তা জানতে তারা একটি নতুন মডেল ব্যবহার করেছেন ছিলেন। এবং একই সঙ্গে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে পরিষ্কার ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যগত কী কী ফায়দা হবে সে বিষয়টিও তারা মূল্যায়ন করেছেন। এই গবেষণা এমন এক সময়ে প্রকাশিত হলো যখন সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে পরিবেশ বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন কপ-২৮ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সম্মেলন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সম্মেলন থেকেই ঘোষণা আসতে পারে ধাপে ধাপে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে পরিষ্কার ও পুনর্নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করলে বায়ুদূষণের কারণে পরিমাণ মানুষ মারা যায় তাদের জীবন বেঁচে যেত এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কমাতেও সাহায্য করবে।
বিএমজেতে প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধে বলা হয়েছে শিল্প কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবহন খাতে যে পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হয় এবং তা থেকে যে বায়ুদূষণ হয় তা বিশ্বব্যাপী বছরে ৫১ লাখ মানুষের প্রাণহানির জন্য দায়ী। অথচ চাইলেই এই মৃত্যু এড়ানো যায়। গবেষণায় আরো বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে বায়ুদূষণের কারণে যে পরিমাণ মানুষের মধ্যে হয় তার মধ্যে ৬১ শতাংশই মারা যায় জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণের কারণে। গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০১৯ সালে আনুমানিক এই পরিমাণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি উল্লেখ করে গবেষণা নিবন্ধে বলা হয়েছে, আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল পরামর্শ দেয় যে, বৈশ্বিক পর্যায়ে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বাতিল হলে মানুষ অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করবে। যা আগের তুলনায় অনেক বেশি।’
নিবন্ধে আরো বলা হয়েছে, প্রাপ্ত এই তথ্যগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৫০ সালে মধ্যে জলবায়ুকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাতিসংঘ সমর্থন করছে তা এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। এ ছাড়া পরিচ্ছন্ন, পুনর্নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতেও বিষয়টি উৎসাহিত করবে।

দেশে দেশে ফিলিস্তিন সংহতি দিবস উদযাপন

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের নানা দেশে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশের আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (২৯ নভেম্বর) তিউনিসিয়া, মিসর, ওমান, ইরাক, ডেনমার্ক, ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ এশিয়া ও ইউরোপের বড় শহরগুলোতে র‍্যালি, সভা, মিছিলসহ নানা আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। এতে গাজায় ইসরায়েলের বর্বর হামলা ও দখলদারিত্বের অবসান ও ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা অধিকার নিশ্চিত করতে বলা হয়।
তা ছাড়া আরব ও মুসলিমবিশ্বের দেশগুলো পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি প্রতিনিধি দল নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের কাছে গাজাসহ ফিলিস্তিনে স্থায়ী যুদ্ধবিরতিসহ দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের প্রতি দৃঢ় সমর্থণের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। সৌদি আরবের নেতৃত্বে কাতার, আমিরাত, জর্দান, মিসর, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ও আরব লিগের মহাসচিব এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন। তারা গাজা উপত্যাকার বর্তমান পরিস্থিতি, বন্দিমুক্তি, মানবিক যুদ্ধবিরতিসহ বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার ওপর জোর দেন। ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মিসরের কায়রোতে আরব লিগের অফিসের সামনে সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এতে আরব লিগের ফিলিস্তিনবিষয়ক সহকারী মহাসচিব রাষ্ট্রদূত সাইদ আবু আলী বক্তব্য দেন। এদিকে দিবসটি স্মরণীয় রাখতে রেডিও জর্দানের উদ্যোগে আরবি ভাষার ১১টি রেডিও সমন্বিতভাবে প্রগ্রাম সম্প্রচার করে। তা ছাড়া দিবসটি উপলক্ষে পশ্চিম তীরের রামাল্লায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে র‍্যালি বের করেন ফিলিস্তিনিরা।
১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৮১ রেজোলিউশন প্রকাশিত হয় যেখানে ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদিদের জন্য দুটি রাষ্ট্রে ভাগ করার কথা বলা হয়। এরপর ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতিবছর ২৯ নভেম্বর ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি প্রকাশে আন্তর্জাতিক দিবসটি পালনের আহ্বান জানানো হয়। ১৯৮৭ সালের ২৯ নভেম্বর সেই প্রস্তাব জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত হয়। এরপর থেকে দিনটি আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিনি সংহতি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।
এ বছর গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতিকালে দিবসটি এসেছে। গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় ১৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। যাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। এরপর কাতার, মিসর ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় গত ২৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয় সাময়িক যুদ্ধবিরতি। এ সময়ে ইসরায়েল ও হামাসের বন্দি ও জিম্মি বিনিময় চলছে। মানবিক যুদ্ধবিরতি শুরুর পর থেকে গাজায় গতকাল বুধবার পর্যন্ত জ্বালানি ও রান্নার গ্যাসভর্তি এক হাজার ট্রাক প্রবেশ করেছে।

ইসরায়েল সীমান্তে রাশিয়ান বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সিরিয়া সীমান্তে রাশিয়ান সেনা উপস্থিতির ভিডিও প্রচার করেছে রাশিয়ার টেলিভিশন চ্যানেল আরটি। ভিডিওতে রাশিয়ার পতাকা ও সেনাদের দেখা যায় গোলান মালভূমির কাছে। এছাড়া বাইনোকুলার দিয়ে একজন সেনাকে ইসরায়েলের দিকে নজর রাখতেও দেখা যায়।
ইস্তাম্বুলভিত্তিক এক তুর্কি পত্রিকায় গত মঙ্গলবার (২৮ নভেম্বর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই ভিডিও সম্ভবত রুশ সেনারাই ধারণ করেছে। ওই ভিডিও ইসরায়েলকে বার্তা দেয় যে, রাশিয়া যেকোনো মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলায় যুক্ত হতে

পারে। রাশিয়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ইসরায়েলের নিন্দা জানিয়েছে। রাশিয়া বলেছে, দখল করা গোলান মালভূমি ছাড়তে হবে ইসরায়েলকে। এদিকে সিরিয়ায় রাশিয়ার সামরিক উপস্থিতি এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং সহজেই ইসরায়েল সীমান্তে পৌঁছাতে পারে। সম্প্রতি, ইসরায়েল সিরিয়ার দামেস্ক বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করেছে। রাশিয়া এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সশস্ত্র হামলায় মিয়ানমারে ৪০ সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সশস্ত্র হামলায় গত চার দিনে জান্তা সরকারের আরো ৩৯ সেনা নিহত হয়েছেন। বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহীদের জোট পিপলস ডিফেন্স ফোর্স গ্রুপস (পিডিএফএস) ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীগুলোর সংগঠন ইএওর সদস্যদের হামলা আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। দেশটি থেকে প্রকাশিত ইরাবতি অনলাইন এ খবর জানিয়েছে। বুধবার সাগাইন অঞ্চলের তেইজ শহর দখলে নেয়ার চেষ্টা করে বিদ্রোহী জোট পিডিএফএস। এদিন মাগওয়া, তানিনথারিয়া, মন, কাইয়াহ ও চীন প্রদেশে লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে। তেইজ শহরের একটি পুলিশ স্টেশন বিদ্রোহীরা দখল করে নিলে বিমান হামলা চালায় মিয়ানমার জান্তা সরকার। সোমবার তানিনথারিয়া এলাকার পালাউ শহরতলিতে এক সেনাসদস্য নিহত হন। চীন প্রদেশের বিদ্রোহী সংগঠন চীনল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্স জানিয়েছে, প্রদেশটির রাজধানী শহর হাখায় লড়াইয়ে রোব ও সোমবার কমপক্ষে সাত সেনা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো আটজন। বাহিনীটি বলছে, মিয়ানমারে লড়াইরত বিদ্রোহী সংগঠনগুলোর প্রধান জোট ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের ‘অপারেশন-১০২৭’ সফল করতে তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

কাজাখস্তানে হোস্টেলে অগ্নিকাণ্ড, নিহত ১৩

আপনজন ডেস্ক: কাজাখস্তানের একটি হোস্টেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ১৩ জন নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোররাতে দেশটির বৃহত্তম আলমাতি শহরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। শহরটির জরুরি পরিষেবা বিভাগের বরাত দিয়ে এই খবর প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স। জরুরি পরিষেবা বিভাগের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৩ জনের মরদেহ পাওয়া গেছে। মৃত্যুর কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়াকে দায়ী করা হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৫	৬.০০
যোহর	১১.৩০	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৫	

মুক্তি পেলেন ফিলিস্তিনি বীরকন্যা আহেদ তামিমি

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী বন্দি বিনিময়ের আওতায় মুক্তি পেয়েছেন প্রখ্যাত ফিলিস্তিনি তরুণী অ্যাক্টিভিস্ট আহেদ তামিমি। বুধবার (২৯ নভেম্বর) রাতে তাকে ইসরায়েলের ওফার কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। আহেদ তামিমি ২০১৭ সালে এক ইসরায়েলি সেনাকে চড় মেরে আলোচনায় আসেন । এরপর থেকেই তাঁকে ফিলিস্তিনি বীরকন্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ২২ বছর বয়সী আহেদ তামিমিকে গত ৬ নভেম্বর অধিকৃত পশ্চিমতীরের শহর নবী সালেহ থেকে ইসরায়েলি বাহিনী আটক করে। তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ আছে বলে জানা ইসরায়েলি বাহিনী। তাকে গ্রেপ্তারের এক সপ্তাহ আগেই আহেদ তামিমির বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার ইসরায়েল ষষ্ঠ দফায় যে ৩০ জন ফিলিস্তিনি নাগরিককে মুক্তি দেয়, তাদের অন্যতম ছিলেন আহেদ তামিমি। শুরু থেকেই তার মুক্তির জন্য ইসরায়েলের ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছিল হামাস। গতকাল মুক্তির পর তিনি রামাল্লায় পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানিয়ে বরণ করে নেয় সবাই । একই দিনে হামাস চার থাই নাগরিকসহ মোট ১৬ জন জিম্মিকে মুক্তি দেয়। এদের মধ্যে দুইজন ইসরায়েলি-রুশ নারী রয়েছেন। আহেদ তামিমি এখন হয়ে ওঠেছেন ফিলিস্তিনের কণ্ঠস্বর ফিলিস্তিনিদের মুক্তি এবং ইসরায়েলি দখলদারিত্বের প্রতিবাদ।

জেরুজালেমে বন্দুকধারীর হামলা, নিহত ৩

আপনজন ডেস্ক: জেরুজালেম শহরে প্রবেশদ্বারের কাছে বন্দুক হামলায় ৩ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ৬ জন। মেগান ডেভিড অ্যাডম অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে আই২৪ নিউজ।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকালে জেরুজালেমে প্রবেশ পথের কাছে জিভাত শৌল জংশন বাস স্টপে কাছে দুই বন্দুকধারী আকস্মিক হামলা চালায়। এতে ডজন খানেক মানুষ গুলিবিদ্ধ হোন।

আমেরিকার হাতে গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলকে দেওয়ার অর্থ নেই

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন সেনা সদর দপ্তর পেন্টাগন স্বীকার করেছে যে, গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের পক্ষে যুক্ত হওয়ার জন্য যে পরিমাণে অর্থ প্রয়োজন তা তাদের হাতে এ মুহূর্তে নেই। গাজা যুদ্ধ শুরুর প্রথম থেকেই ইহুদিবাদী ইসরায়েলের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়ার কারণে সারা বিশ্ব আমেরিকা সমালোচনার মুখে পড়েছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকো এক প্রতিবেদনে বলেছে, ইহুদিবাদী ইসরায়েলকে সমর্থন দেয়ার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার পক্ষ থেকে যে সেনা ও সামরিক সরঞ্জামের সমাবেশ ঘটানো প্রয়োজন সেজন্য পেন্টাগনের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। পেন্টাগনের অন্যতম মুখপাত্র ক্রিস শেরউড বলেন, আমরা একথা একেবারে প্রকাশ্যেই বলছি যে, বর্তমান ঘটনাগুলোর প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্টের অনুরোধে ২০২৪ অর্থ বছরের বাজেটে কিছু সংশোধন আনা হয়েছে। তবে, ২০২৪ সালে ইসরায়েলের জন্য কোনো সম্পূরক বাজেট ছিল না। সামরিক বাহিনীসহ মার্কিন ফেডারেল সরকার বর্তমানে একটি স্টপগ্যাপ বিলের অধীনে চলছে যা সাময়িকভাবে সরকারকে চলার মতো ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই স্টপগ্যাপ বাজেটের কারণে জুন মাস থেকে সরকার শাটডাউন এড়াতে সক্ষম হয়েছে। পলিটিকোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাস্তবতা হচ্ছে- মধ্যপ্রাচ্যে সম্প্রতি যে সেনা সমাবেশ ঘটানো হয়েছে তার কোনো পরিকল্পনা ছিল।

প্রথম নজর

ফুরফুরার রুটে বাস চলা নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন নওশাদের

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● ফুরফুরা

আপনজন: রাজ্যের অন্যতম তীর্থকেন্দ্র হুগলির ফুরফুরা শরীফের যাত্রীদের সুবিধার্থে রাজ্য সড়কের ৩১ নম্বর রুটে বিগত বছরে এই রুটে কমবেশি ২৮টি বাস চলাচল করত। বর্তমানে একটিও বাস চলাচল করে না। মানুষকে তীর্থস্থানে আসতে বা এলাকার মানুষদের মহকুমা, আদালত, জেলার কোন কাজে যেতে হলে ব্রেক করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হচ্ছে। এই অভিযোগ তুললেন ফুরফুরার পীরজাদা তথা বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।
এ ব্যাপারে এক ভিডিওবার্তায় বিধানসভার সামনে ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, রুটে বাস না চলায় মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কষ্টকর হচ্ছে এবং আর্থিক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, তিনি বিষয়টি বিধানসভায় উত্থাপন করলে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী আশ্বস্ত করেন, অতি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে। এখন দেখার কতদিনে এই সমস্যার সমাধান হয়। যদি সমাধান না হয় তাহলে আমি রাজ্যের অভিভাবিকা তথা মুখ্যমন্ত্রী নিকট দ্বারস্থ হব।

বিনামূল্যে ঠোঁট কাটা সার্জারি শিবির

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বীরভূমের রামপুরহাটে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'অপারেশন স্মাইল' এর তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জন্মগত ঠোঁট ও তালু কাটা শিবির অনুষ্ঠিত হল রামপুরহাটের নিরাময় নার্সিং হোমে। এই শিবিরে উপস্থিত ৩১ জন রোগী তাদের মধ্যে ১৭ জন রোগীকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের ঠোঁট, তালু এবং রাইনোপ্লাস্টি সার্জারী করার জন্য আগামী ৩ ডিসেম্বর সম্পূর্ণ নিখরচায় "অপারেশন স্মাইল" সংস্থার "দুর্গাপুর ক্লেফ্ট সেন্টার" আই.কিউ.সিটি সুপার স্পেসালিটি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হবে । 'কুশমোড় রুরাল হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট সোসাইটি' এর সহোযোগিতায় শিবিরটি সম্পূর্ণ হয়। ৭ জন শিশুকে বিনামূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয়।

সার কিনতে দিতে হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মেমারি দু'নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় ধান তোলার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে আলু বসানোর কাজ। আলুর জমি প্রস্তুত করতে প্রয়োজনীয় সার কিনছেন কৃষকরা। কিন্তু সার কিনতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কৃষকরা। বিভিন্ন জায়গায় সার কিনতে গিয়ে তাদের অতিরিক্ত অর্থ দিতে হচ্ছে এমনটাই অভিযোগ উঠে আসছে মেমারি দু'নম্বর ব্লক এলাকা থেকে।
অভিযোগ সারের দামের পাশাপাশি তাদের আর একটি ট্যাগ বিল বাবদ অর্থ দিতে হয়েছে কিন্তু তার বিনিময় কোন্র দ্রব্য তারা পান নি এবং ট্যাগ বিলটি পাকা বিল নয়। এমনটাই জানিয়েছেন স্থানীয় কৃষক বিশ্বনাথ দাস , সুকুমার সাঁতরা , বিশ্বনাথ সাঁতরা সহ এলাকার বহু কৃষকরা। কৃষকদের কাছ থেকে এই ধরনের অভিযোগ উঠে আসার পর সোতলা সমবায় সমিতিতে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সেখানকার ক্যাশিয়ার জানিয়েছেন কৃষকরা ট্যাগ নিতে চাইছেন না । আবার পরবর্তী সময়ে তিনিই জানাচ্ছেন তারা ভিড়ের মাঝেই ট্যাগ দিতে ভুলে যাচ্ছেন । অভিযোগ জানার পর মেমারি দু'নম্বর ব্লকের এডিএ এবং বিডিও জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসনের নির্দেশ অনুসারে তারা বিভিন্ন জায়গায় সারপ্রাইজ ভিজিট করছেন। ভিজিট করছেন এই জন্যেই যাতে বিভ্রান্তিমূলক কোনো ঘটনা না ঘটে, যদি ঘটে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কৃষকদের অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সংবাদ মাধ্যম। বিশেষ সূত্র মারফত জানা যায় পরে বিলের ব্যবস্থা করা হলেও যে সমস্ত কৃষকরা ট্যাগ বিলের অর্থ দিয়েছেন তারা কোন দ্রব্য পাননি।

স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদে কৃষক সভার ডেপুটেশন

মিলটন মণ্ডল ● করিমপুর

আপনজন: বৈদ্যুতিক স্মার্ট মিটার বসানোর প্রতিবাদ ও কুইন্টাল প্রতি কাঁচা পাটের দাম কমপক্ষে ৮০০০ টাকা করার দাবিতে বুধবার ডেপুটেশন জমা দিলো করিমপুর ওয়ান ব্লকের সর্বভারতীয় কৃষক সভা কমিটি। করিমপুরের জেসিআই এর দফতর ও করিমপুর বিদ্যুৎ অফিসে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হলো এদিন।
বিদ্যুৎ সংক্রান্ত চার দফা দাবি ও চাষীদের সমস্যা তুলে ধরে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হলো করিমপুর ওয়ান ব্লকের পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয় কৃষক সভা কমিটির তরফে।
স্টেশন ম্যানেজার বিদ্যুৎ অফিসের ভেতরে না থাকায়, এই ডেপুটেশন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির তৈরি হয়। অবশ্য পরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কাটিয়ে করিমপুর ইলেক্ট্রিসিটি অফিস এক্সজুকিউটিভের হাতে ডেপুটেশন জমা দেন। সর্বভারতীয় কৃষক সভা কমিটির সদস্য সন্দীপক ব্যানার্জী ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, আমরা আজ
বৈদ্যুতিক স্মার্ট মিটার বসানোর প্রতিবাদ জানিয়ে বেসরকারীকরণ ছাড়াও বৈদ্যুতিক গ্রাহকদের ১০০ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এই ডেপুটেশন জমা দিতে গিয়ে চরম বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়, স্টেশন ম্যানেজারকে আগাম জানানোর পরও তিনি অফিসে ছিলেন না। বারবার ফোন করেও তিনি অফিসে এসে আমাদের কথা শোনেন নি। পরে আমরা করিমপুর বিদ্যুৎ অফিস ইসজিকিউটিভের হাতে ডেপুটেশন জমা দিই। এদিকে করিমপুর বিদ্যুৎ অফিস এক্সজিকিউটিভ বাবুলাল খাটুই বলেন, এই ডেপুটেশন জমা নিয়েছি। এই সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। যা বলার আমাদের স্যার বলবেন।

আইসিডিএস কেন্দ্রে রডের বদলে বাঁশের বাতা দিয়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক ঢাকার চেষ্টা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রডের বদলে বাঁশের বাতা দিয়ে ঢালাই করে আইসিডিএস কেন্দ্রের সেপটিক ট্যাঙ্ক ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিকাদারের। গ্রামবাসীদের নজরে আসতেই শোরগোল, চুরি ও কাটমানির তত্ত্ব বিরোধীদের । গ্রাম পঞ্চায়েতের এস্টিমেটে রীতিমত রড দিয়ে ঢালাই করে সেপটিক ট্যাঙ্কের ঢাকনা তৈরির কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে এস্টিমেটের রড গায়েব। গ্রামবাসীরা দেখেন রাতারাতি বাঁশের বাতা দিয়ে ঢালাই করে সেপটিক ট্যাঙ্ক ঢাকা দিচ্ছে ঠিকাদার। বিষয়টি নজরে আসতেই শুরু হয় শোরগোল। স্থানীয় পঞ্চায়েতকে খবর দিতেই পঞ্চায়েত ওই কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের সাগরমেজে গ্রামের। বিরোধীদের দাবি সর্বক্ষেত্রে যে কাটমানি আর চুরি চলছে এই ঘটনা তারই আরেকটি উদাহরণ।
সম্প্রতি স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ প্রকল্পে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়

প্রায় ৭০ টি টিউবয়েলের পাশে ঢাকা দেওয়া সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈরীর উদ্যোগ নেয় লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রতিটি সেপটিক ট্যাঙ্কের জন্য বরাদ্দ হয় ২৫ হাজার টাকা।এস্টিমেট অনুযায়ী টিউবয়েলের পাশে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পাঁচ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে গর্তের চারিদিক দশ ইঞ্চির গাঁথনি করার কথা। সেপটিক ট্যাঙ্কের উপরের অংশে রড ও সিমেন্ট দিয়ে পাকা ঢাকনা করার কথাও রয়েছে এস্টিমেটে। সেপ্টেম্বর মাসে লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত টেন্ডার করে বেশ কিছু সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈরীর জন্য ঠিকাদারদের বরাত দেয়। টেন্ডারে স্থানীয় নারায়ণ চক্রবর্তী নামের এক ঠিকাদার ৮ টি সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈরীর বরাত পান। তার মধ্যে একটি হল সাগরমেজে গ্রামের আইসিডিএস এর টিউবওয়েল সংলগ্ন সেপটিক ট্যাঙ্ক। ওই সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈরীর কাজ শুরু হয়। কাজ শেষে সেপটিক ট্যাঙ্কের ঢাকনা তৈরীর সময় গ্রামবাসীরা দেখেন ঢাকনার ঢালাই এ রড ব্যবহারের পরিবর্তে বাঁশের বাতা ব্যবহার করা হচ্ছে।রাতারাতি সেই বাঁশের বাতার উপর ঢালাই এর কাজও করা হচ্ছে। এই ঘটনায় রীতিমত অবাক স্থানীয় বাসিন্দারা কাজ আটকে খবর দেয় লেগো গ্রাম পঞ্চায়েতে। খবর পেতেই গ্রামে গিয়ে ওই সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈরীর কাজ আটকে দেন লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। বাঁশ দিয়ে ঢালাই করা ঢাকনার অংশও ভেঙে দেওয়া হয়। বিষয়টি জানানো হয় স্থানীয় বিডিওকেও।স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবী আইসিডিএস কেন্দ্রে প্রতিদিন গ্রামের ছোট ছোট শিশুরা খেলা ও লেখাপড়া করে। যেভাবে এই সেপটিক ট্যাঙ্কের কাজ করা হচ্ছিল তাতে যেকোনোদিন বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিরোধীদের দাবী এ রাজ্যে সর্বস্তরে চুরি, দুর্নীতি আর কাটমানির রাজত্ব চলছে। এই ঘটনা সেই চুরি, দুর্নীতি আর কাটমানিরই ফলাফল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাঁকো সংস্কার ও রাস্তার শিলান্যাস

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জিয়াগঞ্জ ব্লকের কাপাসডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাপাসডাঙ্গা ও মানিকনগর গ্রাম সংযোগকারী ভাঙ্গা সাঁকো কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। বারংবার এলাকাবাসী দাবি জানালেও সেই রাস্তা ও সাঁকোর মেরামত হয়নি। অবশেষে দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলান্যাস করা হয় ভাঙ্গা-সাঁকো এবং সাঁকো সংযোগকারী মানিকনগর থেকে কাপাসডাঙ্গার রাস্তা।
প্রায় ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যায়ে সংযোগকারী রাস্তা এবং ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যায়ে নতুন সাঁকো তৈরি হবে।

ধান বিক্রি করতে এসে ভোগান্তির শিকার চাষিরা, ধান ফেলে বিক্ষোভ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার চাষিরা। মেশিন এবং সার্ভারের সমস্যা জনিত কারণে সারাদিন বসে থেকেও ধান বিক্রি করতে না পারার কারণে এবং কুইন্টাল প্রতি ৫ কেজি করে ধলতা নেওয়ার প্রতিবাদে ধান ফেলে বিক্ষোভ দেখালেন চাষীরা।ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটোল সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রে।চাষীদের অভিযোগ,সরকারি নিয়মের বাইরে মিল মালিক কুইন্টাল প্রতি ৫-৭ কেজি করে ধলতা নিচ্ছে।
অপরদিকে সকাল থেকে বসে থেকেও এদিন তারা ধান বিক্রি করতে পারেননি।
এই নিয়ে চাষীরা রীতিমত ক্ষোভে ফেটে পড়েন।বাসুদেব সাহা নামে এক চাষী জানান,১০ দিন আগে ধান বিক্রির জন্য তারিখ নিয়ে রেখেছিলেন।বৃহস্পতিবার তার ধান নেওয়ার কথা ছিল।এদিন সকাল পাঁচটা থেকে ধান নিয়ে বসে থেকেও ধান বিক্রি করতে পারেননি।অপরদিকে কুইন্টাল প্রতি মিল মালিক ধলতা নিচ্ছে।তাই তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। সফিকুল হক নামে আরেক চাষী জানান,১৩ কিলোমিটার দূর থেকে গাড়ি ভাড়া করে ধান বিক্রি করতে এনেছিলেন।মিলমালিক ম্যানেজার অনলাইন সার্ভার ও মেশিনের সমস্যার কথা জানান।ধান বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেন।তাই বিক্ষোভ দেখান চাষীরা।ধান ক্রয় কেন্দ্রের ম্যানেজার বাবলু সিংহ জানান,এটা অনলাইনের ব্যাপার।তাঁদের হাতে কিছু নেই।ধান নেওয়ার জন্যই তারা বসে ছিলেন।অনলাইন সার্ভার ও মেশিনের সমস্যার জন্য তারা ধান কিনতে পারেননি।তাই চাষীদের ধান ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয়।

সিউড়িতে ক্রেতা সুরক্ষা শিবির

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ক্রেতা উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের বীরভূম আঞ্চলিক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এবং সিউড়ি প্রগ্রেশিভ এন্ড মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় সিউড়ি ১ নং ব্লকের অন্তর্গত মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও তিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সভাকক্ষে বৃহস্পতিবার পৃথক পৃথক ভাবে উপভোক্তা বিষয়ক দুটি সচেতনতা মূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এদিনের শিবিরে মূলত উপভোক্তা বিষয়ক সমন্ধে সচেতনতা করা হয়। বলা হয় যে, কোনো কিছু পরিষেবা ও জিনিসপত্র কেনাকাটার ক্ষেত্রে যেন যাচাই করেন। বক্তব্য রাখেন বীরভূম জেলা কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার হীরক রায় ও অর্ঘ মন্ডল এবং সিউড়ি প্রগ্রেসিভ অ্যান্ড মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সচিব মহম্মদ রফিক।অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুবল চন্দ্র দত্ত, সমাজসেবী রঘুনাথ মন্ডল এবং তিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বুদ্ধদেব মাহারা সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত কর্মীবৃন্দ।

জিয়াগঞ্জ ব্লকে রক্তদান শিবিরে পুলিশ সুপার

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার । উক্ত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব, অতিরিক্ত জেলা শাসক, লালবাগ মহকুমা শাসক বনমালী রায়, জেলার রুগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সাওনি সিংহ রায়, মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, হাজেরা বিবি, মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক অফিসার প্রসন্ন মুখার্জি, থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি গৌতম মিত্র। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সংস্থার মৌলানা আব্দুর রাজ্জাক। এদিনের রক্তদান শিবিরে শতাধিকের বেশি রক্তদান দান করেন স্বেচ্ছায়। অপর দিকে জলঙ্গি থানার সহযোগিতায় ও মানবতার ফেরিওয়ালা সংস্থার উদ্যোগে জলঙ্গি কলেজে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম হয়েছেন তাদের পুরুস্কৃত করা হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গির ওসি কৌশিক পাল সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বৈষ্ণবনগরের সাউথ মালদা কলেজে ছাত্রর চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা এখন বেশি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বৈষ্ণবনগরে সাউথ মালদা কলেজে ছাত্রর চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। ছাত্রীরা পড়াশুনায় এগিয়ে যাচ্ছে । সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে।
সরকার প্রশাসন ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দান করছেন এমনই কথাগুলো বললেন সাউথ মালদা কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শেখ আহমেদ হোসেন। বৃহস্পতিবার নবীন বরণ উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
ছিল বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ পর্বও। মুখরিত থাকল কলেজ প্রাঙ্গন।
নবীন বরণ উৎসব অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ও বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন হয়। কলেজের ছাত্র ছাত্রীর আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নজর কাড়ে ও দীর্ঘদিন পর নবীন বরণ অনুষ্ঠান ঘিরে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় ও সাউথ মালদা কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। প্রদীপ প্রজ্জলন, উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় । কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনে নজর কাড়েন । স্বাগত ভাষণ দেন সাউথ মালদা কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শেখ আহমেদ হোসেন সহ অন্যান্যরা । কলেজের অতীত ইতিহাস ও বিভিন্ন দিক আলোকপাত করেন অধ্যপক অধ্যাপকা । সাড়ে চার হাজার ছাত্রছাত্রী সম্মিলিত এই কলেজে

ছাত্রী সংখ্যাই বেশি। কলেজ যা কলেজের শিক্ষকদের কথায়, ছাত্রীরা শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার সচেতনতা প্রসার লাভ করছে। সরকার মেয়েদের জন্য যথেষ্ট নজর দান করছে শিক্ষা থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রীর বেশি উপস্থিতি এই কলেজে তার প্রশংসা করেন।
অনেক গরীব দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীরা পঠন-পাঠন করেন তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় । আগামীতে শিক্ষায় এবং সামগ্রিক ক্ষেত্রে এই কলেজ এগিয়ে যাবে আশা প্রকাশ করেন নয়া অধ্যক্ষ। নবীন বরণে ২ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে গোলাপ ও নবীন বরণ অভ্যর্থনে জানানো হয়।
এছাড়াও এই কলেজে বিভিন্ন বিভাগে, এনসিসি, রাজ্য স্তরে খেলায় তিনজন ছাত্র ছাত্রী সহ মোট ১৭ জন ছাত্রছাত্রীকে মোমেন্টো ও শংসাপত্র দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রী দের অংশগ্রহণ ছিল যথেষ্ট চোখে পড়ার মতো।
প্রসঙ্গত এই কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৯৫ সালে। মাত্র ৮০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে পথ চলা শুরু করে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সাড়ে চার হাজার। বহু অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষানুরাগী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এক বর্নাঢ্য নবীন বরণ অনুষ্ঠান নজর কাড়ে । আধুনিক কিছু গান ও মিউজিক দারুন ভাবে উপভোগ করেন ছাত্র-ছাত্রীরা।
প্রচুর ছাত্র ছাত্রী মোবাইলে গানের অনুষ্ঠানের ছবি মোবাইল বন্দী করতে ব্যস্ত ছিল। ক্লান্তী একঘেয়ে মধ্যে এই মুহূর্তে নবীন বরণ অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক উৎসাহে ছাত্রছাত্রী মধ্যে কিছুটা প্রাণ সঞ্চার করল। এতে কোন সন্দেহ নেই।

অমিত শাহকে চিঠি: মোটা ভাই, ভোট নাই

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে কয়েক হাজার খোলা চিঠি লিখেছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাসনাবাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও বেকার ছাত্র-যুবকেরা। চিঠিগুলোতে পশ্চিমবঙ্গের নানা বঞ্চনা, বেকারত্ব, অর্থনীতির বেহাল দশার কথা তুলে ধরা হয়েছে । পাশাপাশি কৌতুক হিসেবে লেখা হয়েছে "মোটা ভাই ভোট নাই" । এছাড়া রাজ্যের জন্য বরাদ্দকৃত স্বাস্থ্য স্কিমের অর্থও কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলে চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি আসলাম গাজী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমরা 'মোটা ভাই ভোট নাই' বলছি এর কারণ আছে। কারণ অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে এসে বারেবারে মিথ্যার ফুলঝুরি দিয়ে যান। আদতে কোনো প্রতিশ্রুতি তিনি এবং তার সরকার পূরন করতে পারেনি। আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা জনগণ উপভোগ করে চলেছে। বিজেপি বাংলার মানুষদের যেভাবে বঞ্চনা করছে যেমন, ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস প্লাস ঘরের টাকা। তাই জনগণের স্বার্থে আমরা অমিত শাহকে প্রতিবাদ জানিয়ে হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে কয়েক হাজার চিঠি দিয়েছি। পাশাপাশি এটাও জানিয়ে দিয়েছি যে বাংলায় বিজেপির একটা ভোট নেই।"

নিহত তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়িতে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল

মাফরুজা খাতুন ● ক্যানিং

আপনজন: গত সোমবার খুন হয়েছিলেন মুছাকালি মোল্লা (৩৭)। তিনি গোসাবা ব্লকের রাধানগর-তারানগর পঞ্চায়েতেরে রাধানগর ৮৪ নম্বর বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি ছিলেন।খুনের পর থেকেই মৃত তৃণমূল নেতার পরিবারের সদস্যরা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব দলের বিরুদ্ধে দোষ চাপিয়েছিলেন।
সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশে বৃহস্পতিবার নিহত তৃণমূল কর্মীর পরিবারে সাথে দেখা করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল রাধানগর গ্রামে হাজীর হয়েছিলেন।প্রতিনিধি দলে ছিলেন মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল,ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা,গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল,জেলাপরিষদ সদস্য অনিমেশ মন্ডল সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব।দলীয় নির্দেশ মেনে দলের তরফে এদিন মৃত তৃণমূল নেতার

পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।পাশাপাশি মৃতের পরিবারের পাশে দল রয়েছে বলে জানান বিধায়ক সওকত মোল্লা।অন্যদিকে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল কে কাছে পেয়ে মৃতের পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েন। মৃত তৃণমূল নেতার স্ত্রী তাঞ্জিলা মোল্লা বলেন,আমার স্বামীকে যে বা যারা খুন করেছে তারা যেন কেউ ছাড় না পায়। বিধায়ক সওকত মোল্লা মৃতের পরিবার কে সান্ত্বনা জানিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বলেন,'যে কোন খুন শোকের বার্তা বহন করে। আমাদের নেতা কে আততায়ীরা খুন করেছে।যে বা যারা এই কাজে যুক্ত তাদের যাতে চরম শাস্তি হয় দল সেই ব্যবস্থা করবে।কারণ আততায়ীদের কোন দল বা জাত হয় না। তারা সমাজবিরোধী।

প্রথম নজর

নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তুলছে ভাঙড় নবোদয় সমিতি

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: নিরক্ষরদের সাক্ষর করার কার্যক্রম পরিচালনা করছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার "ভাঙড় নবোদয় সমিতি।" "রোটারি ইন্ডিয়া লিটারেসি মিশন" এই কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা দিচ্ছে। ৯ অক্টোবর থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকে ২৭ টি কেন্দ্রে শুরু হয়েছে সাক্ষরতা কার্যক্রম। ২৭ জন শিক্ষক শিক্ষাদান করছেন ১০৮০ জন শিক্ষার্থীকে। শানপুকুর অঞ্চলের চন্ডিহাট, বামনঘাটা অঞ্চলের বামনঘাটা, হাটগাছা, ঢালীপাড়া, চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের চকমরিচা, ভোগালি ২ নম্বর অঞ্চলের পুর্ব কাঁঠালিয়া প্রভৃতি গ্রামে কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ১৫ থেকে ৯০ বছর বয়সী নিরক্ষর ব্যক্তি সাক্ষরতা অভিযানে অংশ নিতে পারবেন। ৩ মাস সময়সীমার মধ্যে সাক্ষর করে তোলার লক্ষে কাজ করা হচ্ছে।সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে নিরক্ষরদের স্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। শিক্ষা উপকরণ ও বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। এমনকি পুষ্টিকর খাবার ও দেওয়া হচ্ছে শিখতে আসা ব্যক্তিদের । ভাঙড় নবোদয় সমিতির সম্পাদক শাহানুর ইসলাম আপনজন প্রতিনিধিকে জানান, রোটারি ইন্ডিয়া লিটারেসি মিশন-এর 'বিদ্যা' প্রকল্পের আওতায় নিরক্ষরদের স্বাক্ষর অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। শীঘ্রই ভাঙড়ে আরও ৫০টি কেন্দ্র চালু করা হবে।

শারদ সম্মান প্রদান বনগাঁ পৌরসভার

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি দূর্গাপুজো উদ্বোধনের সময় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁর দূর্গাপুজোকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। বিভিন্ন পুজো আয়োজক কমিটি গুলো তাঁদের মণ্ডপ, প্রতিমা এবং আলোকসজ্জার মধ্য দিয়ে দর্শনার্থীদের নজর কেড়ে থাকে । সেই স্বীকৃতি দিতেই এবার বনগাঁ পৌরসভার অন্তর্গত ১০৪ টি পুজো কমিটিকে বিশেষভাবে সম্মানিত করলো বনগাঁ পৌরসভা। বুধবার সন্ধ্যায় বনগাঁ পৌরসভার নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহে বনগাঁ পৌরসভার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শারদ সম্মান ২০২৩ প্রদান করল বনগাঁ পৌরসভা । এই শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ পৌরসভার পৌর প্রধান গোপাল শেঠ, বনগাঁ পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরবৃন্দ, বনগাঁ শহরের বিভিন্ন দুর্গাপূজা আয়োজক কমিটির সদস্য সহ বিশিষ্টজনেরা । বনগাঁ পৌরসভা আয়োজিত এই শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান সম্পর্কে বনগাঁ পৌরসভার পৌর প্রধান গোপাল শেঠ বলেন, 'বনগাঁর সকল পুজো কমিটি গুলোকে খেলার সরঞ্জাম, মমেন্টো, মিষ্টির হাঁড়ি দিয়ে সংবর্ধিত করা হলো, যারা বড় পুজো করেছে তাদেরকে পৌরসভার তরফ থেকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হলো।' এ দিন এই শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শুভমিতা । পাশাপাশি মন্ডপ সজ্জা, আলোকসজ্জা, প্রতিমাসজ্জা এবং সার্বিক দিক থেকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী পুজো কমিটি গুলোকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয় বনগাঁ পৌরসভার পক্ষ থেকে ।

ভয়েস পাবলিক স্কুলে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ধুবুলিয়া

আপনজন: ভয়েস পাবলিক স্কুল ও ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ভয়েস পাবলিক স্কুল ধুবুলিয়া ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হল ফ্রী মেডিকেল চেকআপ ক্যাম্প। সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে অবধি মিশন ক্যাম্পাসে রক্তের বিভিন্ন রকম পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, ফিজিওথেরাপি, ফিজিশিয়ান দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা ,চক্ষু পরীক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে মিশনের পার্শ্ববর্তী গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষ ,মিশনের ছাত্রবৃন্দ, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চিকিৎসার পরিষেবা ও পরামর্শ দেন উপস্থিত চিকিৎসকরা। বিনামূল্যে চিকিৎসা নিতে সকাল থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই ক্যাম্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল অসহায় ও আর্ত মানুষের সেবা করা। বিনামূল্যে চিকিৎসা নিতে আসা গ্রামবাসীরা মিশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন যে আগামী দিনে এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হওয়াতে তারা সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। ক্যাম্পে উপস্থিত চিকিৎসকবৃন্দও অগণিত মানুষের সমাগম দেখে উচ্ছ্বাসিত হয়ে আগামী দিনে এরকম ক্যাম্প আবারো করার আশ্বাস দেন।

নৌকায় উঠতে গিয়ে ভাগীরথীতে ডুবল গাড়ি, কবে ব্রিজ হবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বৃহস্পতিবার সকালে মুর্শিদাবাদ থানার লালবাগ সদরঘাটে যাত্রী বোঝায় চার চাকার গাড়ি ডুবলো ভাগীরথী নদীতে। দূর্ঘটনায় গাড়ির চালক এবং তার স্ত্রী দুজনের মৃত্যু হয়।
পুলিশ সূত্রের খবর, শুভজিৎ সরকার, তার স্ত্রী সুমন সরকার, তাদের দেড় বছরের শিশুকন্যা সুমেধা সরকার, শুভজিতের বাবা রনজিৎ সরকার, শশুর গোরাচাঁদ দাস, শাশুড়ি বেবি দাস, মোট ৬ জন ওই চারচাকা গাড়ির মধ্যে ছিল।
লালবাগ সদরঘাটে নৌকার উপর গাড়িটি নামানোর সময় ব্রেকের জায়গায় এক্সেলেটরে পায়ের চাপ পড়ে এবং গাড়ি দ্রুত গতিতে নৌকার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ভাগীরথী নদীতে পড়ে। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় মানুষজন এবং ঘাটের কর্মচারীরা গাড়িতে থাকা ৬ জনকে উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করে, একে একে চারজনকে বের করা গেলেও গাড়ির সামনের সিটে থাকা স্বামী-স্ত্রীর সিটবেল্ট না খুলতে পারায় জলের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে তারা। ৬ জনকেই লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে স্বামী শুভজিৎ সরকার এবং স্ত্রী সুমন সরকারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। শিশু সহ বাকি চারজন বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।
তাদের বাড়ি বহরমপুর থানার ইন্দ্রপ্রস্থ-সৈদাবাদ এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকে সাময়িকভাবে লালবাগ সদরঘাটে নৌকা পরিবহন বন্ধ হয়ে পড়ে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে।
এই ঘটনার পর থেকে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে প্রশাসনের দিকে। সরকারের দিকে আঙুল তুলে অনেকের প্রশ্ন; 'ভাগীরথীর পূর্বপাড়ে মুর্শিদাবাদ শহরের হাজারদুয়ারী, মতিঝিল, কাঠগোলা, কাটরা মসজিদ এবং পশ্চিম পাড়ে খোসবাগ, ডাহাপাড়া জগদ্বন্ধু ধাম এবং দেশের সেরা পর্যটন গ্রাম কিরীটেশ্বরী আছে। অন্যদিকে নবগ্রামে আছে মিলিটারি ক্যাম্প, যেখান থেকে সীমান্তে সৈন্যদের যেতে প্রায় একঘন্টা বেশি পথ অতিক্রম করতে হয়। ভাগীরথী নদী দুই পাড়কে আলাদা করেছে। দুই পাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে ব্রিজ তৈরির জন্য দাবী উঠেছে বারংবার, কিন্তু ব্রিজ তৈরি হয়নি। নবগ্রাম বা জেলার পশ্চিম এলাকা থেকে লালবাগ আসতে হলে, হয় বহরমপুর ব্রিজ অথবা জঙ্গিপুর ব্রিজ পার হয়ে আসতে হয়। নয়তো ঝুঁকি নিয়ে লালবাগের বিভিন্ন ঘাট নৌকায় পার হতে হয়। ঝুঁকিপূর্ণ এই যাতায়াতে বিভিন্ন সময় বিভিন্নবার দূর্ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দূর্ঘটনা মারাত্মক আকার ধারণ করে, কেড়ে নেয় দুটি প্রাণ। কিন্তু দাবি উঠলেও তৈরি হয়নি ব্রিজ। আর যে কারনে বাবা-মা হারা হলো দেড় বছরের শিশুকন্যা।'
মানুষ চাইছে, লালবাগ বা জিয়াগঞ্জের মধ্যে একটি স্থায়ী ব্রিজ তৈরি হোক ভাগীরথী নদীর উপর। তাহলে দূর্ঘটনাও কমবে, যোগাযোগ মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন আসবে মুর্শিদাবাদ জেলায়।

বাইক সংঘর্ষে আহত আরোহী

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: দুটি বাইকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ মেমারিতে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি মায়েরকোল পাড়া সংলগ্ন এলাকায় মেমারি-সাতগেছিয়া রোডে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাইক দুর্ঘটনায় চারজন আহত হয়েছে। দুই বাইক চালক কিসসিন্দা নিবাসী সেখ আরিফ ও মেমারি দিঘীর পাড়া এলাকার পাপ্পু সোনা রায় গুরুতর ভাবে আহত হয়। কেষ্টপুর নিবাসী জিৎ কৈবর্ত্য ও মহাদেব কৈবর্ত্য অল্প বিস্তর আহত হয়। জানা যায় আহতদের স্থানীয়রা তড়িঘড়ি মেমারি গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠালে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মগরাহাটে আইএসএফের কর্মী বৈঠক

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে মগরাহাট পূর্ব বিধানসভায় ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের কর্মী বৈঠক হল যুগদিয়া বেণীপুর এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন আইএসএফের জেলা কমিটির সদস্য হোসেন গাজী, কংসারি মন্ডল ও আকরাম হোসেন সরদার। আইএসএফ নেতা হোসেন গাজী বলেন, মানুষের অধিকার গড়তে "হিংসা মুক্ত সুষ্ঠু সমাজ" গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা মগরাহাট পূর্বে ১৫ জনের কমিটি ও দুজন কনভেনার ঠিক করেছি। হিংসার রাজনীতি ছেড়ে সুষ্ঠুভাবে সমাজ গঠনে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট খুবই প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, মগরাহাট পূর্বের ১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে সংগঠন আরো শক্তিশালী হবে। আসন্ন লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে বিভিন্ন এলাকায় কর্মী সভার পাশাপাশি জনসভা ও করা হয়ে বলে তিনি জানান।

পাথর বোঝাই ডাম্পারে আগুন লাগল, জোর প্রাণ রক্ষা খালাসি ও চালকের

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: দিনের আলোতে রাস্তাতে দাউদাউ করে জ্বলছে পাথর বোঝাই ডাম্পার। ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা এলাকা। এহেন দৃশ্য দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠল অন্য পথাচারীদের। মুহূর্তেই দাঁড়িয়ে গেল রাস্তায় থাকা অন্য গাড়ি গুলি। খবর দেওয়া হয় থানায় ও দমকল কর্মীদের। তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে এক লাফে নেমে প্রাণে বাঁচল ড্রাইভার ও খালাসি। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের কাঠামবাড়ি চেকপোস্টের সামনে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওদলাবাড়ি থেকে পাথর বোঝাই করে চ্যাংড়াবান্ধার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ডাম্পারটি। যাওয়ার রাস্তাতে ঘটে ঘটনাটি। কিন্তু, কী কারণে গাড়িতে আগুন লাগল সেটা নিয়ে তৈরী হয়েছে ধোঁয়াশা। স্থানীয় মানুষেরাই প্রথম ঘটনাটি দেখেন। তাঁরাই চিৎকার করে বাকিদের ডেকে আনেন। তারপর শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। এলাকাবাসীরা খবর দেন দমকল ও পুলিশকে। খবর পেয়ে ছুটে আসে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। মালবাজার থেকে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। পুলিশ ও দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান ইঞ্জিনে কোনও শর্ট-সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে চালক ও খালাসিকে।
ঘটনায় গাড়ির মালিক বলেন, কীভাবে আগুন লেগেছে বোঝা যাচ্ছে না। ড্রাইভারই আমাকে ফোন করে জানায়। তারপর আমরা ছুটে আসি। গাড়িটা আদতে গাজলডোবার। পুলিশ, দমকল সবটা খতিয়ে দেখছে। টায়ার থেকে শুরু গাড়ির প্রায় সবই পুড়ে গিয়েছে। তবে ড্রাইভার-খালাসির কোনও ক্ষতি হয়নি।

৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে হচ্ছে অস্থায়ী রাস্তা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গাজোলে কদুবাড়ি এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অস্থায়ীভাবে রাস্তা লাগু যেসব দোকান রয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে দোকানগুলি রাস্তা ছেড়ে দোকান করার জন্য জানানো হয়।
রোড সেফটি কর্মসূচিকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও মালদার চেম্বার অফ কমার্সের সহযোগিতায় এবং গাজোল ব্যবসা সমিতির সহযোগিতায় এই দিন দুপুরে গাজোলের কদুবাড়ি মোড় এলাকায় যে সমস্ত অস্থায়ী দোকানগুলি জাতীয় সড়কের দিকে এগিয়ে দোকান করেছে সেই সব ব্যবসায়ীদের দোকান পিছিয়ে দেওয়া নির্দেশ দেওয়া হয়।জাতীয় সড়কে যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়টিকে লক্ষ্য রেখে রোল প্লাজার আধিকারিকদের নিয়ে এসডিও সদর মালদা পঙ্কজ তামাংয়ের নেতৃত্বে কদুবাড়ী এলাকায় যে সমস্ত ব্যবসায়ী দোকান রোডের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাদেরকে সাত দিনের মধ্যে সরিয়ে দেওয়া নির্দেশ দেওয়া হয়। এই অভিযানে গাজোল থানার পুলিশ ও সঙ্গে ছিল।
এই দিন এ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন মালদা সদরের এসডিও পঙ্কজ তামাং , গাজোল থানার আইসি চন্দ্রশেখর ঘোষাল, মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স এর কোষাধক্ষ হিমাদ্রি রায়, গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে গৌতম সরকার রাজেশ প্রসাদ সুশীল মন্ডল সহ অন্যান্যরা।
মালদা সদরের এসডিও পঙ্কজ তামাং বলেন, রোড সেফটি কর্মসূচিকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও মালদার চেম্বার অফ কমার্সের সহযোগিতায় এবং গাজোল ব্যবসা সমিতির সহযোগিতায় কদুবাড়ি এলাকায় রাস্তার পাশে দোকান গুলিকে রাস্তায় সাথে দোনান না রাখা হয় সমস্যা পরতে হছে গাড়ি চালকদের। এই নিয়ে আজ সচেতন সহ দোকানগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলা হয় সমস্যা যেন না পড়ে সাধারণ মানুষ থেকে গাড়ি চালকেরা।

নসিবপুর স্কুল মাঠে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার চক ইসলামপুর থানার নসিবপুর স্কুল মাঠে গত ২৮ শে নভেম্বর মুনলাইট এডুকেশন হেলথ এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এর পরিচালনায় তাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি উল্লেখ্য রক্তদান শিবির রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও দুস্থদের শীতকালীন কম্বল বিতরণ ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়। এদিন ৬৩ জন মানুষ রক্ত দান করেন। ৩৩৭ জন মানুষের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় সম্পন হয়। পাশাপাশি ১৫০ জন দু:স্থ মানুষকে শীতকালীন কম্বল ও খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হয়। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চক ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নির্মল দাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমাজ সেবামূলক সংস্থা 'মানবতা'র সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা, সমাজসেবী আব্দুল আলিম(বাপি বিশ্বাস) প্রবীণ শিক্ষক সোলেমান হক, আসাদুজ্জামান টিটু, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গোলাম নুরুজ্জামান, মানালি দে মেহেতা, রক্ত যোদ্ধা পিন্টু মণ্ডল, ইসলামপুর ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক আবু হায়াত ও অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোহাম্মদ ইজার উদ্দিন শেখ (সাগর)। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন সংস্থার মুখ্য পরিচালক হাবিব শেখ, মিলন বিশ্বাস, আলী মনিব শেখ, ইনজামুল হক, বিপুল প্রমুখ।

জোর প্রস্তুতি চলছে নন্দন মেলার

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা আলোচনা নিয়ে অন্ত নেই। তারই মধ্যে এবার বিশ্বভারতী কলাভবন বিভাগের নন্দন মেলা শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি পর্ব।আর কয়েক ঘন্টা রাতপোহালেই শুরু হয়ে যাবে নন্দন মেলা।বিশ্বভারতী কলা ভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা এই মেলাকে ঘিরে উন্মাদনা চরমে।এই মেলার ঠিক শুরুর আগে দিন রাত এক করে ছাত্র-ছাত্রীরা মেলার আয়োজন করে চলেছে। এবারে এই নন্দন মেলা ৫০ বছরে পা দিল। তাই এবারে বিশ্বভারতীর কলাভবন বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা এই মেলাটা কে এক নজির বিহীন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এই নন্দন মেলা চলবে দুদিন ১লা ডিসেম্বর ও ২রা ডিসেম্বর। এই মেলাতে কলা ভবন বিভাগের সমস্ত জিনিসপত্র ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের হাতের তৈরি কাজ প্রদর্শন করে থাকে। বলা যেতে পারে একপ্রকার তাদের এই নন্দন মেলায় ওর্যাকশপের এর ও আয়োজন করা হয়।এই নন্দন মেলায় যে সমস্ত জিনিস বেচাকেনা হয় তার যে মূল্য পরিমাণ টাকাটা উঠে আসে সেই টাকাটা বিশ্বভারতির কলাভবন বিভাগের ফান্ডে জমা করা হয়ে থাকে।নন্দন মেলায় শুধু মাত্র কলাভবন বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা থাকে তা নয় ।আশেপাশের সাধারন মানুষ জন কেও দেখা যায়।এই নন্দন মেলা তে দুদিনে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বিভিন্ন নাচ গানের অনুষ্ঠান তুলে ধরে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যায়। পাশাপাশি এই নন্দন মেলার মূল উৎস নন্দদুলাল বসুর জন্মদিন কে স্মরণ করার জন্যই এই মেলা শুরু হয়েছিল ১৯৭০ সালে এমনটাই জানা যায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি যুব তৃণমূলের

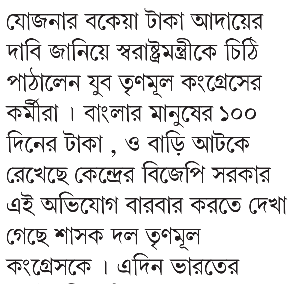

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ১০০ দিনের ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকা আদায়ের দাবি জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা । বাংলার মানুষের ১০০ দিনের টাকা , ও বাড়ি আটকে রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই অভিযোগ বারবার করতে দেখা গেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে । এদিন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নির্দেশে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি সহ সকলে অসংখ্য চিঠি অমিত শাহর দপ্তরে প্রেরন করলো । এদিন পোস্ট অফিসে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠালেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত দত্ত ।

অ্যাড অন কোর্সের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

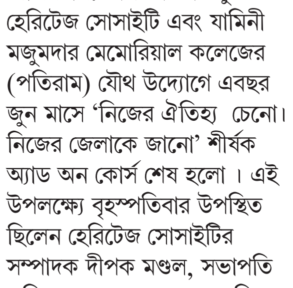

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর হেরিটেজ সোসাইটি এবং যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজের (পতিরাম) যৌথ উদ্যোগে এবছর জুন মাসে 'নিজের ঐতিহ্য চেনো। নিজের জেলাকে জানো' শীর্ষক অ্যাড অন কোর্স শেষ হলো । এই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার উপস্থিত ছিলেন হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক দীপক মণ্ডল, সভাপতি তুহিন শুভ্র মণ্ডল,সহ সভাপতি অভিজিত সরকার,কোষাধক্ষ্য ঝন্টু হালদার, কোঅর্ডিনেটর বিশ্বজিত প্রামাণিক, জুলিয়াস হাসান চৌধুরী, সাংবাদিক সাজাহান আলি।
কলেজের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক নির্মল দাস, বিশ্বরূপ সাহা প্রমুখ।দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নদী, কৃষক আন্দোলন, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য নিয়ে অ্যাড কোর্স চলে।

সংবর্ধিত প্রাক্তন ডিজিপি

রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজিপি ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন সদস্য নপরাজিত মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা দিল অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরাম। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখার্জি, প্রাক্তন বিচারপতি সি এস কারনান, প্রাক্তন এডিজিপি অধীর শর্মা, সঞ্জয় বর্ধন প্রমুখ। ছবি: সম্প্রীতি মোল্লা

বিসর্জন দিতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

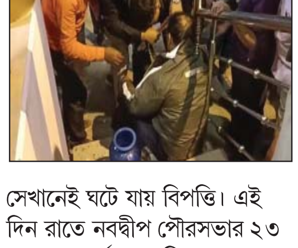

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় ঠাকুর বিসর্জন দিতে গিয়ে ঠাকুরের তলায় চাপা পড়ে আহত একাধিক, একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রাসের ঠাকুর বিসর্জন দিতে গিয়ে ঠাকুরের তলায় চাপা পড়ে গুরুতর জখম হলেন একাধিক ব্যক্তি।বুধবার রাতে নবদ্বীপ পৌরসভার ফাঁসিতলা ঘাট এলাকায়।
জানা গেছে, সোমবার নবদ্বীপের রাস পূর্ণিমা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার ছিল রাসের ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা বা আরং। বুধবার সন্ধ্যায় পূজা,বারওয়ারি কমিটিগুলি নিজের সুবিশাল প্রতিমা নিয়ে ভাগীরথী নদীর ফাঁসিতলা ঘাট সহ শহরের বিভিন্ন ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। সেখানেই ঘটে যায় বিপত্তি। এই দিন রাতে নবদ্বীপ পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বেগুনিয়া পাড়া এলাকার শহীদ ক্ষুদিরাম সংঘ বারোয়ারি কমিটির গঙ্গা মাতা ফাঁসিতলা ঘাটে বিসর্জন দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত সুবিশাল প্রতিমাটি হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে। প্রতিবার নিচে চাপা পড়ে গুরুতর জখম হন লক্ষণ পাল, দেবব্রত ধর ও সুশান্ত গুই নামের তিন ব্যক্তি। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় জখমদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় সুশান্ত ধরের শারীরিক অবস্থার অবধি ঘটলে ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁকে বৃহস্পতিবার সকালে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। পাশাপাশি এই ঘটনা দেখে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে অসুস্থ হয়ে যান। স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতায় তাঁকে ও উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয় বিসর্জন ঘাট এলাকায়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এবং অন্যান্য বাড়াবাড়ি কমিটিগুলির প্রতিমা নিরঞ্জন পুনরায় শুরু হয়।

গ্রুপপর্ব থেকে বিদায়ের শঙ্কায় ম্যানইউ, দায় নিলেন কোচ টেন হাগ

আপনজন ডেস্ক: সময়টা ভালো যাচ্ছে না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে থাকা রেড ডেভিলরা ধুঁকছে চ্যাম্পিয়নস লীগেও। সবশেষ বুধবার র‍্যামস পার্কে ইউসিএলের ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে গালাতাসারের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করে ম্যানইউ। এতে প্রতিযোগিতাটির শেষ ষোলোয় যাওয়ার রাস্তা কঠিন হয়ে গেলো ইউনাইটেডের।

প্রতিপক্ষের মাঠে দাপুটে শুরু করেছিল ম্যানইউ। ১১ মিনিটে আলেহান্দ্রো গারনাচো এবং ১৮ মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেজের লক্ষ্যভেদে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় রেড ডেভিলরা। ২৯তম মিনিটে মরোক্কান উইঙ্গার হাকিম জিয়াশের গোলে ম্যাচে ফেরার আভাস দেয় গালাতাসারে। ৫৫তম মিনিটে ফের ব্যবধান বাড়ায় ম্যানইউ। গোলটি করেন ইংলিশ মিডফিল্ডার স্কট ম্যাকটোমিনে। ৬২তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-২ করেন জিয়াশ। আর ৭১তম মিনিটে তার্কিশ উইঙ্গার মোহামেদ কেরেমের গোলে ম্যাচ ৩-৩ গোলে ড্র করে গালাতাসারে।

৫ ম্যাচে ১ জয় এবং ১ ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপ টেবিলের চারে রয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে গালাতাসারে। গ্রুপপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখের মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। শেষ ষোলোর দৌড়ে টিকে থাকতে হলে সেই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই রেড ডেভিলদের। একইসঙ্গে আগামী ১২ই ডিসেম্বর গালাতাসারে এবং কোপেনহেগেন ম্যাচটিতে ড্র কামনা করতে হবে।

ম্যাচ শেষে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগ বলেন, ‘আমি (ব্যর্থতার) এটার জন্য দায়ী। আমরা এগোচ্ছি এবং উন্নতি করছি। তাই সামনের দিনগুলো নিয়ে আশাবাদী আমরা।’

ভবিষ্যত নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে টেন হাগ বলেন, ‘সঠিক পথেই আছি আমরা। তাই আমরা জানি, কোন পদক্ষেপটা নিলে দীর্ঘমেয়াদে সাফল্য ধরা দেবে।’

রোহিত-কোহলিকে বিশ্রাম, ওয়ানডে দল থেকে বাদ সূর্যকুমার

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে ভারত। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে দলের অন্যতম দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। তবে টেস্ট দলে রাখা হয়েছে দুজনকেই। রোহিতের জায়গায় ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুল। আর টি-টোয়েন্টি সিরিজে অধিনায়ক থাকছেন সূর্যকুমার যাদব। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজেও ভারতের নেতৃত্বে তিনি। তবে ওয়ানডে বিশ্বকাপে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে না পারা সূর্যকুমার বাদ পড়েছেন এ সংস্করণের দল থেকে। চোটের কারণে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে নেই সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি মোহাম্মদ শামিও। তিনি অবশ্য ভারতের টেস্ট দলে ফিরেছেন। তবে তাঁর খেলার বিষয়টি নির্ভর করছে ফিটনেসের ওপর। এ ছাড়া টেস্ট দলে ফিরেছেন লোকেশ রাহুল, শ্রেয়াস আইয়ার ও যশপ্রীত বুমরা। টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েছেন অজিঙ্কা রাহানে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভারত ৩টি করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডের সঙ্গে খেলবে ২টি টেস্ট।

ভারতের টেস্ট দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুবমান গিল, যশস্বী জয়সোয়াল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, ঈশান কিষান (উইকেটকিপার), লোকেশ রাহুল (উইকেটকিপার), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, শার্দূল ঠাকুর, মোহাম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার, মোহাম্মদ শামি, যশপ্রীত বুমরা (সহ-অধিনায়ক) ও প্রসিধ কৃষ্ণা।

ভারতের টি-টোয়েন্টি দল: যশস্বী জয়সোয়াল, শুবমান গিল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), রিংকু সিং, শ্রেয়াস আইয়ার, ঈশান কিষান (উইকেটকিপার), জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), রবীন্দ্র জাদেজা (সহ-অধিনায়ক), ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণয়, কুলদীপ যাদব, আর্শদীপ সিং, মোহাম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার ও দীপক চাহার।

ভারতের ওয়ানডে দল: রুতুরাজ গায়কোয়াড়, সাই সুদর্শন, তিলক বর্মা, রজত পাতিদার, রিংকু সিং, শ্রেয়াস আইয়ার, লোকেশ রাহুল (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), সানজু স্যামসন (উইকেটকিপার), অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, মুকেশ কুমার, আবেশ খান, আর্শদীপ সিং ও দীপক চাহার।

গিলের আগে যাঁকে গুজরাটের অধিনায়ক চেয়েছিলেন ডি ভিলিয়ার্স

আপনজন ডেস্ক: সর্বশেষ দুই মৌসুমে গুজরাট টাইটানসকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর হার্দিক পান্ডিয়া ফিরেছেন তাঁর পুরোনো ঠিকানা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে। পান্ডিয়া আবারও মুম্বাইয়ে নাম লেখানোয় গুজরাটের নতুন অধিনায়ক ঘোষণা করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে শোনা যাচ্ছিল কেইন উইলিয়ামসন, রশিদ খান ও শুবমান গিলের নাম। এ তিনজনের মধ্যে উইলিয়ামসন ও রশিদের জাতীয় দল ও ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দেওয়ার অঢেল অভিজ্ঞতা থাকায় দুজনের একজনকে নতুন অধিনায়ক করা হবে বলে অনেকে ধরে নিয়েছিলেন। তবে চমক দেখিয়ে শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে কখনোই নেতৃত্ব না দেওয়া গিলকেই তারা নতুন অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেয়।

উইলিয়ামসন থাকতেও ভারতের তরুণ এই ওপেনারকে নেতৃত্বভার দেওয়ায় কিছুটা বিস্মিতই হয়েছেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। আইপিএলের আরেক ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর একসময় পরিপূরক হয়ে ওঠা ডি ভিলিয়ার্স মনে করেন, অভিজ্ঞতার বিচারে উইলিয়ামসনই হতে পারতেন গুজরাটের সবচেয়ে যোগ্য অধিনায়ক। গিলকে অন্তত আরও এক মৌসুম পরে নেতৃত্বে আনলে ভালো হতো।

২০১৫ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলেছেন উইলিয়ামসন। নিউজিল্যান্ডের এই তারকা ব্যাটসম্যান হায়দরাবাদের হয়ে ২০১৬ সালে আইপিএল শিরোপাও জিতেছেন। ২০১৮ সালে কেপটাউন টেস্টে শিরিষ কাগজ দিয়ে বল টেম্পারিং কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ডেভিড ওয়ার্নার নিষিদ্ধ হলে নেতৃত্ব ওঠে উইলিয়ামসনের কাঁধে। ওই বছর তাঁর নেতৃত্বে ফাইনালেও ওঠে হায়দরাবাদ। এরপর আরও তিন মৌসুম দলটির অধিনায়কত্ব করেছেন।

হায়দরাবাদের সঙ্গে ৭ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে এ বছরই গুজরাটে নাম লেখান উইলিয়ামসন। কিন্তু উদ্বোধনী ম্যাচেই ফিল্ডিং করতে গিয়ে ডান হাঁটুর লিগামেন্ট বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আসর থেকে ছিটকে পড়েন। দীর্ঘদিন চোটের সঙ্গে লড়াই করে সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপ দিয়ে খেলায় ফেরেন উইলিয়ামসন। খেলছেন বাংলাদেশের বিপক্ষে সিলেট টেস্টেও। গতকাল টেস্টের দ্বিতীয় দিনে শতকও পেয়েছেন। এর আগেই অবশ্য উইলিয়ামসনকে ধরে রাখার ঘোষণা দেয় গুজরাট। সেটা দেখে ডি ভিলিয়ার্স ভেবেছিলেন, উইলিয়ামসনকেই বুঝি নতুন অধিনায়ক বানাবে তারা। এ ব্যাপারে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক বলেছেন, ‘যে মুহূর্তে দেখেছি কেইন উইলিয়ামসনকে ধরে রাখা হয়েছে, ভেবেছি তার মতো অভিজ্ঞকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া (গুজরাট টাইটানসের জন্য) চমৎকার ব্যাপার হবে। কারণ, অতীতেও সে অধিনায়কত্ব করেছে। ভারতীয় দলের সব সংস্করণে জায়গা পাকাপোক্ত করার পর এবং আইপিএলে আরেকটি ভালো মৌসুম কাটানোর পর শুবমান গিলকে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।’

আইপিএলের সর্বশেষ মৌসুমের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক (৮৯০ রান) গিল। করেছেন তিনটি শতক ও চারটি অর্ধশতক। ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে থাকলেও আরও এক মৌসুম পর তিনি গুজরাটের অধিনায়ক হলে উইলিয়ামসনের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পেতেন বলে মনে করেন ডি ভিলিয়ার্স, ‘গুজরাট গিলকে অধিনায়ক বানিয়ে দিল। বলছি না তাদের সিদ্ধান্তটা ভুল। এটা সঠিক প্রমাণিত হতে পারে। তবে সে (উইলিয়ামসনের কাছ থেকে) আরেকটু শিখতে পারত এবং সে অনুযায়ী ২০২৫ আইপিএলের পরিকল্পনা সাজাতে পারত। সেটা না হলেও ওর পারফরম্যান্স ও দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া দেখতে আমি রোমাঞ্চ নিয়ে অপেক্ষা করছি।’

আইপিএলে নিজেদের অভিষেক মৌসুমেই চমকে দিয়েছিল গুজরাট। নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ২০২২ সালে হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়। এ বছরের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত হওয়া সর্বশেষ মৌসুমেও শিরোপা জেতার খুব কাছে চলে গিয়েছিল গুজরাট। তবে রোমাঞ্চকর ফাইনালের শেষ ২ বলে প্রয়োজনীয় ১০ রান তুলে গুজরাটকে হতাশ করেন চেন্নাই সুপার কিংসের রবীন্দ্র জাদেজা।

ইতিহাস গড়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে উগান্ডা, আবার ব্যর্থ জিম্বাবুয়ে

আপনজন ডেস্ক: সমীকরণটা সহজই ছিল উগান্ডার জন্য। রুয়ান্ডাকে হারালেই মিলবে বিশ্বকাপের টিকিট। নামিবিয়ার উইন্ডহুকের ওয়ান্ডারার্স ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ রুয়ান্ডাকে উড়িয়ে দিয়েই ইতিহাস গড়ল উগান্ডা। ৯ উইকেটে জিতে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছে দেশটি। আফ্রিকান অঞ্চলের চূড়ান্ত বাছাইপর্ব থেকে আগামী জুনে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত করেছে নামিবিয়া। আফ্রিকার বাছাইপর্ব থেকে দুটি দলই যাবে বিশ্বকাপে। বাছাইপর্বে উগান্ডা পেছনে ফেলেছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়াকে। দিনের অন্য ম্যাচে একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছে তারা। তবে উগান্ডার জয়ে এখন আর সুযোগ নেই তাদের। নামিবিয়া ও উগান্ডা–দুই দলেরই এখন সমান ১০ পয়েন্ট (নামিবিয়ার বাকি ১ ম্যাচ)। জিম্বাবুয়ে বা কেনিয়া–দুই দলের যে কোনো একটির এখন সর্বোচ্চ ৮ পয়েন্ট হতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে পঞ্চম আফ্রিকান দেশ হিসেবে খেলবে উগান্ডা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি ভেন্যুতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো খেলবে ২০টি দল। চূড়ান্ত হয়ে গেছে ২০টি দলই।

টুর্নামেন্টে প্রথম ৫ ম্যাচে কোনো জয় না পাওয়া রুয়ান্ডা তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষই ছিল উগান্ডার জন্য। টসে জিতে রুয়ান্ডাকে ব্যাটিং করতে পাঠান উগান্ডা অধিনায়ক ব্রায়ান মাসাবা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে রুয়ান্ডা ১৮.৫ ওভারে গুটিয়ে যায় ৬৫ রানেই। আলপেশ রামজানি, দীনেশ নাকরানি, হেনরি সেনিয়োন্দো ও মাসাবা–৪ জনই নেন ২টি করে উইকেট।

রান তাড়ায় ষষ্ঠ ওভারে উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান রোনাক প্যাটেল (২০ বলে ১৮) ফিরলেও উগান্ডার সমস্যা হয়নি কোনো। অবিচ্ছিন্ন ৩৫ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে উগান্ডার ইতিহাসগড়া জয় নিশ্চিত করেন সিমোন সিসাজাই ও রজার মুকাসা। ২১ বলে ২৬ রানে অপরাজিত ছিলেন সিসাজাই, মুকাসা করেন ৮ বলে ১৩ রান। ৮.১ ওভারেই জয় নিশ্চিত করে উগান্ডা। এর আগে তিনবার চূড়ান্ত বাছাইপর্ব খেলেছিল উগান্ডা, তবে পেরোতে পারেনি একবারও। চতুর্থ দফা এসে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ করে নিল তারা। এবার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা নামিবিয়ার বিপক্ষে ছাড়া সব ম্যাচই জিতেছে তারা, হারিয়েছে জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়ার মতো দলকেও।

অন্যদিকে চার মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলতে না পারার যন্ত্রণায় পুড়তে হলো জিম্বাবুইয়ানদের। গত জুন-জুলাইয়ে ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দুর্দান্ত খেলেও নেট রানরেটে পিছিয়ে থাকায় ভারতের টিকিট পায়নি জিম্বাবুয়ে। এবার নামিবিয়ার কাছে প্রথম ম্যাচে হেরেই হোঁচট খাওয়া দলটি ছিটকে গেল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দৌড় থেকেও।

চ্যাম্পিয়নস লিগের ১০০০০তম গোল রামোসের, প্রথম কার

আপনজ ডেস্ক: রামন সানচেজ পিজুয়ান স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে একাদশ মাঠে নামিয়েই রেকর্ড গড়ে ফেলে সেভিয়া। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বয়স্ক একাদশ! খেলোয়াড়দের গড় বয়স ছিল ৩২ বছর ১৯ দিন। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গড়া ইন্টার মিলানের (৩১ বছর ৩৩১ দিন) রেকর্ডটি এখন স্প্যানিশ ক্লাবটির।

তবে পিএসভির কাছে সেভিয়ার ৩-২ গোলে হারের ম্যাচে নতুন এক মাইলফলকও দেখেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ। ১০ হাজারতম গোল! সেটা আবার ম্যাচের প্রথম গোল। ইভান রাকিতিচের ক্রস থেকে হেডে চ্যাম্পিয়নস লিগে ১০ হাজারতম গোলটি করেন সেভিয়া ডিফেন্ডার সের্হিও রামোস। এ প্রতিযোগিতায় ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে প্রথম গোলটি করেছিলেন স্প্যানিশ তারকা।

বিবিসি জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়নস লিগে কোনো খেলোয়াড়ের প্রথম ও সাম্প্রতিকতম গোলের মাঝে এটাই (৬৭৭৩ দিন) সর্বোচ্চ ব্যবধান। গত রাতের গোলে রামোস চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোলের তালিকায় চারেও উঠে এলেন। ৩৫ বছর ২৪৪ দিন বয়সে গোল করলেন। আর ডিফেন্ডার হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগেও সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন রামোস (১৬)। রবার্তো কার্লোস ও জেরার্ড পিকের গোলসংখ্যাও ১৬। ফুটবলের পরিসংখ্যানবিষয়ক এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্ট ‘অপটা জো’ জানিয়েছে, ইউরোপিয়ান কাপ ১৯৯২ সালে নাম বদলে চ্যাম্পিয়নস লিগ হওয়ার পর ৩১ বছর ৪ দিনের মাথায় ১০ হাজারতম গোলটি দেখল এই প্রতিযোগিতা। ১৯৯২ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম সংস্করণে ২৫ নভেম্বর গ্রুপ পর্বে সিএসকেএ মস্কোর বিপক্ষে এ প্রতিযোগিতার প্রথম গোলটি করেছিলেন ক্লাব ব্রুগার নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড দানিয়েল আমোকাশি। ফুটবলের পরিসংখ্যানবিষয়ক এক্স অ্যাকাউন্ট ‘মিস্টার চিপ’ জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়নস লিগে ছয় হাজারতম গোলটিও করেছিলেন রামোস। ২০১৩ সালের মার্চে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে আত্মঘাতী গোল করেছিলেন, সেটাই চ্যাম্পিয়নস লিগে ছয় হাজারতম গোল। চ্যাম্পিয়নস লিগ চালুর পর এ প্রতিযোগিতায় ১ হাজারতম গোলটি দেখতে সময় লেগেছে ৬ বছর। ১৯৯৮ সালে বেনফিকার বিপক্ষে ১ হাজারতম গোলটি করেছিলেন পিএসভির রাশিয়ান মিডফিল্ডার দিমিত্রি খোকলভ। এরপর তিন বছরের মাথায় ২ হাজারতম গোলটির দেখা পাইয়ে দিয়েছিলেন সাবেক পর্তুগিজ সেন্টার ব্যাক ফার্নান্দো কুতো। লাৎসিওর হয়ে নঁতের বিপক্ষে গোলটি করেছিলেন। দুই বছর পর ৩ হাজারতম গোল এনে দেন ফ্রান্সের সাবেক স্ট্রাইকার ডেভিড ত্রেজেগে। সেটি ২০০৩ সালে জুভেন্টাসের হয়ে নঁতের বিপক্ষে। ৪ ও ৫ হাজারতম গোল এনে দিয়েছেন একজন ইংরেজ ও ব্রাজিলিয়ান। ২০০৭ সালে ৪ হাজারতম গোলটি করেন লিভারপুলের স্ট্রাইকার পিটার ক্রাউচ। তিন বছর পর বেনফিকার হয়ে ৫ হাজারতম গোল করেন ব্রাজিলের লুইজাও। চ্যাম্পিয়নস লিগে ৭, ৮ ও ৯ হাজারতম গোলটি যথাক্রমে আনহেল দি মারিয়া, এরিক লামেলা ও এমারসনের।

রোনাল্ডোর নামে ১১ হাজার কোটি টাকার মামলা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিটকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেইঞ্জ কোম্পানি বিন্যান্সের প্রমোশন করে বিপাকে পড়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ সুপারস্টারের অনুপ্রেরণায় ডিজিটাল মুদ্রা বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানটির পেছনে অর্থ খরচ করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তার নামে মামলা করেছেন তিন ভুক্তভোগী। খবরটি নিশ্চিত করেছে ডিজিটাল বাণিজ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম কয়েনটেলিগ্রাফ। ২০২২ সালের নভেম্বরে রোনাল্ডোকে পার্টনার করে বিন্যান্স ‘সিআরসেভেন’ নামে নন ফাঞ্জিবল টোকেন (এনএফটি) বাজারে ছাড়ে। মুদ্রার ক্ষেত্রে যেমন বিটকয়েনকে ডিজিটাল সমাধান ধরা হয়, ঠিক তেমনই বিভিন্ন সংগ্রহযোগ্য দ্রব্যের ডিজিটাল রূপ হলো এনএফটি। নতুন ক্রিপ্টোপ্রেমীদের কল্যাণে ডিজিটাল আর্টিস্টগণ এনএফটি বা একধরনের ডিজিটাল সম্পত্তি ব্যবহার করে ভালো অর্থ আয় করছেন। রোনাল্ডোর সংশ্লিষ্টতা থাকায় বিন্যান্সের সেই এনএফটিতে বিনিয়োগ করেন অনেকে। তাছাড়া বছরজুড়ে সমর্থনের জন্য রোনাল্ডোর পক্ষ থেকে পুরস্কারের ঘোষণাও করা হয়েছিল।

সংবাদ মাধ্যম কয়েনটেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয় মামলার বাদীরা বলছেন- রোনাল্ডো অস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বিন্যান্সের প্রচারণা, বিনিয়োগ এবং কাজে সহায়তা করেছেন। এই ফুটবল তারকার প্রচারণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই বিন্যান্সে বিনিয়োগ করেন বলে জানিয়েছেন তারা। যার ফলে তারা নাকি ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছেন!

মডেলকে দেওয়া অশ্লীল প্রস্তাব ফাঁস হওয়ায় ‘ঘর’ ভাঙল নেইমারের

আপনজ ডেস্ক: ২০২১ সালে ব্রাজিলিয়ান মডেল ব্রুনা বিয়ানকার্দির সঙ্গে প্রেম শুরু হয় নেইমারের। দুই বছর চুটিয়ে প্রেমের পর গত অক্টোবরে কন্যা সন্তানলাভ করেন এই তারকা দম্পতি। তার এক মাসের ব্যবধানেই ছিন্ন হলো নেইমার-বিয়ানকার্দির সম্পর্ক।

মাঠে কিংবা মাঠের বাইরে- সমানভাবে আলোচিত ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার। ক্যারিয়ারজুড়ে নানা বিতর্কিত কাণ্ডে জড়িয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। কিছুদিন পরপর নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে হন আলোচিত-সমালোচিত। তবে বিয়ানকার্দির সঙ্গে তার পরিচয়ের পর অনেকেই ভেবেছিলেন অবশেষে থিতু হতে পারেন নেইমার। গত ৭ই অক্টোবর কন্যা সন্তানলাভের পর সেই সম্ভাবনাটা আরো বেড়ে যায়। তবে তা আর হলে না! সম্প্রতি এক মডেলের সঙ্গে নেইমারের অশ্লীল কথোপকথন ফাঁস হয়েছে। ঘটনার জেরে নেইমারের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিয়ানকার্দি। ২৯ বছর বয়সী এই সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও মডেল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘বিষয়টি অত্যন্ত ব্যক্তিগত।

তবে যখন আমি এই (মডেলের সঙ্গে অশ্লীল বার্তা বিনিময়) সংবাদটি পাই... আমি তোমাকে (নেইমার) পরিষ্কার ভাবে জানাচ্ছি, আর কোনো সম্পর্কের মধ্যে আমি নেই। আমরা মাভির (তাদের কন্যার নাম) বাবা-মা। এটাই আমাদের সম্পর্কের কারণ। আশা করি তুমি আমাকে আর বিব্রত করবে না।’ বৃটিশ গণমাধ্যম ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে বলা হয়, ৩১ বছর বয়সী নেইমার প্রেমিকা বিয়ানকার্দির সঙ্গে একাধিকবার প্রতারণা করেছেন। যার শেষটি হল ব্রাজিলের অনলিফ্যান (প্রাপ্ত বয়স্কদের সাইট) মডেল অ্যালাইন ফারিয়াসের সঙ্গে কথোপকথন। যেখানে নেইমার ওই মডেলকে বেশ কিছু অশ্লীল এবং আপত্তিকর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ফারিয়াসের নগ্ন ছবি আবদার করেছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। এছাড়াও বছরের শুরুতে একটি নাইটক্লাবে দুই নারীর সঙ্গে নেইমারের অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর খবর প্রকাশ পায়।

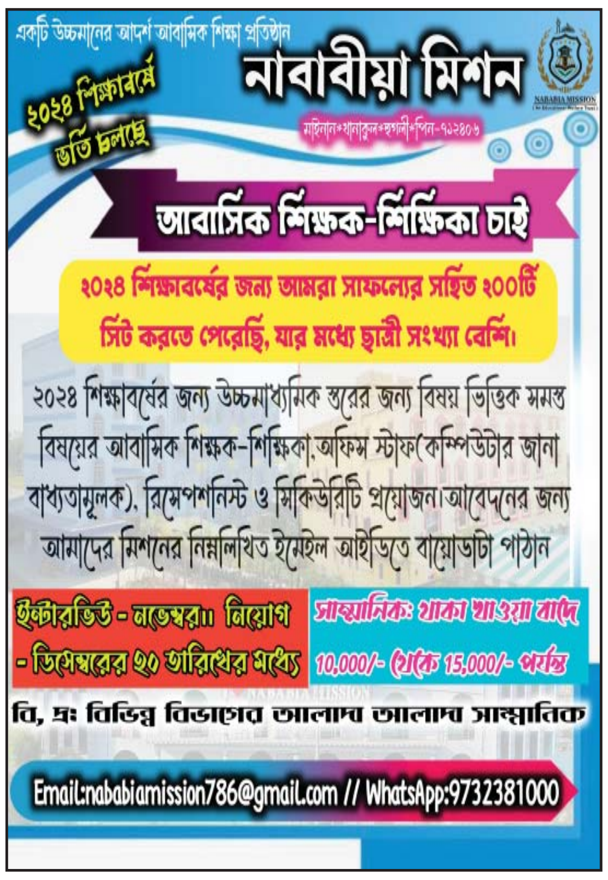

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**